জাগরণ
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 26 April, 2024 ■ আগরতলা ২৬ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১৩ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতের নির্বাচন কমিশন
Election Commission of India

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

আজ, আপনার সময়

পালন করুন গণতন্ত্রের বড় উৎসব

13
রাজ্য/কেন্দ্র

88
সংসদীয়
নির্বাচনী ক্ষেতর

26
এপ্রিল

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ক্ষেতর

অসম - ৫
বিহার - ৫
ছত্রিশগড় - ৩
জম্মু ও কাশ্মীর - ১
কর্ণাটক - ১৪
কেরল - ২০
মধ্যপ্রদেশ - ৬
মহারাষ্ট্র - ৮
মনিপুর - ১
রাজস্থান - ১৩
ত্রিপুরা - ১
উত্তর প্রদেশ - ৮
পশ্চিমবঙ্গ - ৩

cbc 52101/13/0016/2425

লগ ইন করুন : elections24.eci.gov.in

কিউআর কোড স্ক্যান করুন এবং ভোটারের শপথ নিন
এই কিউআর কোড টি স্ক্যান করুন #Ivote ForSure ব্যবহার করে আপনার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করুন এবং বিশ্বের সব থেকে বড় লোকতন্ত্রে নিজেও শপথ গ্রহণ করুন

ভোটার হেল্পলাইনে ফোন করুন
1950

ভোটার লিস্টে আপনার নাম যাচাই করতে এবং আপনার নির্বাচনী কেন্দ্রে নির্বাচনের দিনক্ষণ জানতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

#IVoteForSure | #MeraVoteDeshKeLiye

fb.com/ECI @ecisveep youtube.com/eci /company/election-commission-of-india-official @ecisveep Election Commission of India

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৯৪ ▫ ২৬ এপ্রিল ২০২৪ ইং▫ ১৩ বৈশাখ ▫ শুক্রবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কত সম্পদের মালিক ভারতীয় মুসলিমরা ?

দেশের মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে ৮ু সম্পদের মালিক। সাম্প্রতিক এক তথ্যে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সবচেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী হিন্দুরা। জাতি ,জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া জনগণের সম্পদের পরিমাণও সন্তোষজনক নয়। সম্পদ মিয়া হানাহানির কারণেই দেশে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হইতেছে। প্রচারে গিয়া কংগ্রেসকে একহাত নিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেনজির কটাক্ষ শানাইয়া তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মা বোনদের মঙ্গলসূত্র, কানের দুল অবধি আস্ত থাকিবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর কার্যত ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছে রাহুল গান্ধীর দল। নির্বাচন কমিশনের নজর টাকারও কোনও কসরত বাকি রাখেনি তাহারা।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ভারতের স্বাধীনতার সময় মুসলিম লীগ যে ধরণের চিন্তা ভাবনা করিত, কংগ্রেসের ইস্তেহারেও সেই ধরণের ভাবনা প্রতিফলিত হইতেছে। মুসলিম লীগের আদলে তৈরি ইস্তেহারের সবর্তই বামপন্থী ছাপ। ’ এছাড়াও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের একটি পুরনো মন্তব্য স্মরণ করাইয়া তিনি বলেন, ‘মনমোহন সিংয়ের সরকার বলিয়াছিল, দেশের সম্পত্তির উপর প্রথম অধিকার রহিয়াছে মুসলিমদের।

মোদীর এই কংগ্রেস ব্যাশিং-র পর থেকেই প্রশ্ন উঠিয়াছে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহাদের কাছে ঠিক কত টাকার সম্পদ রহিয়াছে? যদিও এই বিষয়ে কোনও সাম্প্রতিক তথ্য নেই। তবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ দলিত স্টাডিজের পক্ষ থেকে যৌথভাবে করা একটি সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্য রয়েছে। উল্লেখ্য, এই সমীক্ষাটি করা হয় আজ থেকে বছর চারেক আগে ২০২০ সালে।’

ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিকানা রহিয়াছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে। দেশের ৪১ শতাংশ সম্পদ রহিয়াছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে। যেখানে অনগ্রসর শ্রেণির হিন্দু তথা ওবিসি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনের দখলে রহিয়াছে ৩১ শতাংশ সম্পদ। অন্যদিকে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের হাতে রহিয়াছে ৮ শতাংশ সম্পদ এবং এস সি এস টি র দখলে রহিয়ায়েছে ৭.৩ এবং ৩.৭ শতাংশ সম্পদ। সম্পদের পরিমাণ যাহাই হোক না কেন ,ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর ,প্রত্যেকটি জনগণের শিক্ষা ,স্বাস্থ্য, বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার গুলো বহু পরিবার অধিকার রহিয়াছে। সরকারে যাহারা অধিষ্ঠিত থাকেন এবং যাহারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন তাহাদেরকে এইসব বিষয় চিন্তাভাবনা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যথায় দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকিবে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখিতে সব ধর্ম বর্ণ ভাবাবেকের মানুষকে একই সূত্রে বাঁধিয়া দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে হইবে।

তীব্র দাবদাহে বিরাম নেই, তাপপ্রবাহ ও ঘর্মাক্ত গরমে নাস্তানাবুদ বঙ্গভূমি

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): সকাল হতে না হতেই প্রখর রোদের তেজ, তীব্র তাপপ্রবাহে নাজেহাল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। রোদ ও তাপের দাপটে জনজীবন কার্য্যস্ত বিপর্য্যস্ত। শুধুমাত্র কলকাতাই নয়, শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলেও একই অবস্থা। দুপুরে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে কলকাতার রাস্তাঘাট, আর গ্রামে গরম থেকে বাঁচতে গাছের তলায় আশ্রয় খুঁজছেন মানুষজন। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী তিন দিন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে পারদ আরও ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস চড়তে পারে। শুষ্ক পশ্চিমা এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর কারণে রাজ্যের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে চলেছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমানে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় রয়েছে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার তীব্র তাপপ্রবাহ হতে পারে দুই মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বাকি জেলাগুলিতেও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

শুক্রবার তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে দুই মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায়। সেখানে জারি লাল সতর্কতা। দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, হুগলিতেও তীব্র তাপপ্রবাহ হতে পারে। সেখানে জারি কমলা সতর্কতা। দক্ষিণের বাকি জেলায় চলবে তাপপ্রবাহ। শনিবার দুই মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, দুই ২৪ পরগনা, বীরভূম, হুগলিতে তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের বাকি জেলায় হতে পারে তাপপ্রবাহ।

লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্ব শুক্রবার, ১৩টি রাজ্যের ৮৮ আসনে ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুক্রবার, ২৬ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফায় দেশের ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৮টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ। তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি আসন দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাট। দ্বিতীয় দফায় কেরলের ২০টি লোকসভা আসনের সবগুলিতে ভোট হবে। তা ছাড়া কর্নাটকের ১৪, রাজস্থানের ১৩, উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের আটটি করে, বিহার ও অসমের পাঁচটি করে লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে এই তালিকায়। রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের একটি করে লোকসভা আসনও।

উত্তর-পূর্বের হিংসা বিধ্বস্ত মণিপুরের লোকসভা কেন্দ্র আউটার মণিপুরকে ভাগ করে দু'দফায় ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গত ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় ওই লোকসভা কেন্দ্রের একাংশে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। বাকি অংশে হবে শুক্রবার। দ্বিতীয় দফায় মধ্যপ্রদেশের আটটি লোকসভা আসনে ভোট হওয়ার কথা থাকলেও বিএসপি প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সেখানকার বেতুল কেন্দ্রে ভোট তৃতীয় দফার (৭ মে) হবে।

ইন্ডিয়া গেটের কাছে আইসক্রিম বিক্রেতাকে কুপিয়ে খুন, পাকড়াও অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের কাছে খুন হলেন বছর ২৫-এর এক আইসক্রিম বিক্রেতা। বুধবার রাতে ইন্ডিয়া গেটের কাছে কুপিয়ে খুন করা হয় ওই আইসক্রিম বিক্রেতাকে। মৃতের নাম - প্রভাকর (২৫)। এই খুনের ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়। খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাতে এক আইসক্রিম বিক্রেতার ওপর হামলার বিষয়ে জানা যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি।

আলগা হচ্ছে মধ্যবিত্তের বাঁধন

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

লিও টলস্টয়ের অ্যানা কারেনিনা উপন্যাসের শুরুতে রয়েছে সব সুখী পরিবার একই রকম, কিন্তু সব অসুখী পরিবার যার যার মতো করে অসুখী। সুখী অসুখী পরিবারের পৃথক রূপ উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্তের শ্রেণি বিন্যাসকে স্পষ্ট করে তুলেছে বহু কাল ধরে। আধুনিক সমাজ বিবর্তনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ। নগরায়ণের সময় থেকে এর বিকাশ ঘটেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। শহর গড়ে উঠতে উঠতে ঢল নামে গ্রামের ভূমিজ মানুষের। গ্রামের সংকট থেকে বাঁচতে মানুষ শহরের পথ ধরে। সে আজকের কথা নয়। ঔপনিবেশিক যুগের নগরায়ণের মধ্যেই শহরের ভরে উঠেছে শ্রমিক আর কেরানি মানুষ। শুধু কলকাতা নয়, সব বড় শহরের জনসংখ্যা এ ভাবেই বেড়েছে। সৃষ্টি হয়েছিল বিপুল সংখ্যায় মধ্যবিত্ত নাগরিক। মধ্যবিত্ত মানুষের বিকাশ প্রভাব ফেলেছে রাজনীতি,অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। ইতিহাস বলছে পৃথিবীতে রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র যখন ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে এবং অভিষেক চলছে গণতান্ত্রিক অধিকার ও শাসনের, সেই সময় উত্থান ঘটেছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির। যে শ্রেণির মানুষের ইচ্ছা, লক্ষ্য চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল সমাজব্যবস্থার।

সাধারণ মানুষের আর্থিক শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে মধ্যবিত্ত কথাটি ব্যবহার হয়। না ওপরে, না একেবারের নীচে, একটা মাঝামাঝি অবস্থা। ১৪ শতকের ইংল্যান্ডে শিল্পের প্রসার এবং মানুষের শ্রমজীবনের নতুন সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে উদ্ভব সেই শ্রেণির। নতুন নাগরিক রূপান্তর এই শ্রেণির মধ্যে নিয়ে আসে অধিকার সম্পর্কে ব্যক্তি ও সামাজিক আত্মসচেতনতা। মধ্যবিত্ত নামুষ সোচ্চার হয় নিয়মতান্ত্রিক শাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য। এই সচেতনতা মধ্যবিত্তকে আলাদা শ্রেণি হিসাবে হড়ে তুলেছিল। একদিকে জীবনযাপনের নতুন মূল্যাবোধ আদর্শ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট জীবনধারা। তৈরি হয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের। ইতিহাসে দেখব ইউরোপে ঐক্যবদ্ধ মধ্যবিত্ত মানুষই রাষ্ট্রে মূলশক্তি হয়ে উঠেছিল।

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম সমাজ রূপান্তরের একই নিয়মে ঘটেছে। ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের যুগে সমাজ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম। মোটামুটি সচ্ছল আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল এই শ্রেণি। ব্রিটিশ শাসনকালে এই শ্রেণির সংখ্যা অল্প হলেও দেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এই শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই শ্রেণিই মূলত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি যোগদান করেছিল। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অগ্রভাগেও ছিল এই শ্রেণি। তাদের না ছিল বিত্ত-বৈভব, না তারা দারিদ্র্যে জর্জরিত। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলিই হয়ে ছিল সমাজ সচেতন। এক বিপুল সংখ্যক মানুষ তখন শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়ে চলে এসেছে চাকরি নির্ভর জীবনে। নয়ত ব্যবসাপাটের জীবিকায়।

স্বাধীনতার পরে আমাদের অনেক রূপান্তর ঘটেছে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে সামাজিক মূল্যবোধ তখন বদলে গেছে অনেক। দেশভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, চালের কর্ডনিং,রেশন ব্যবস্থা পুরনো ধ্যানধারণাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিল। এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে পুরানো বনেদিয়ানা শুকিয়ে আসছিল। শহরগুলিতে তৈরি হচ্ছিল নব্য বড়লোক। গ্রাম এবং শহর ঘেঁষা মধ্যবিত্ত তখনও ছিল কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে। গত ৬০ বছরে উচিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়েছে। কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মধ্যবিত্তের যে আচরণ ছিল তা আর রইল না। আসলে মধ্য আয়ে চলে এলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গতিশীলতার সন্ধান পায়। জীবনের সমস্ত মনোযোগ তখন হয়ে পনে জীবিকা কেন্দ্রিক। ধনোপার্জনের কোনও সুযোগ তারা হারাতে চায় না। বাড়ে প্রতিযোগিতা। তীব্র হয় একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। নিজেকে সমৃদ্ধ করার দৌড়ে এল ঘুষ-দুর্নীতি, কালোবাজারি, লজ্জাহীন স্বার্থপরতা। অন্যকে ডিঙোতে মানুষ নেমে এল মানবিকার তলানিতে। যে সব বৈঠকখানা, রকের আড্ডা ছিল অনাত্মীয় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের যোগস্থাপনের জায়গা, যা ছিল সময়, সমাজ, সাহিত্য, সিনেমা, রাজনীতির সুখকর চর্চার স্থান, সেগুলিতে ক্রমে ভাঙন ধরল। আগ ছিল ‘ আমার’, তারপর শুরু হল ‘আমি। এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এল ‘আমি’ এবং ‘ওরা’। এই ওরা বলতে পাড়া প্রতিবেশী অথবা দূরস্থ আত্মীয়রা নন, অপেক্ষাকৃত কম রোজগের সহোদর ভাইও আছে। যে সামাজিক সম্পর্ক তারা ধারণ করেছিল তা ধীরে ধীরে আলগা হতে শুরু করে। ঘূণ ধরে সামাজিক মানবিকার অন্দরমহলে। আলগা হয় পারিবারিক বাঁধন, মনন, সংস্কৃতির মেলবন্ধন। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই বাঁধনহীনতা আরও প্রকট হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হওয়ার সময় তার মধ্যে উঁকি দিয়েছে সঙ্কট। আধানিক শিক্ষাদীক্ষা মধ্যবিত্তকে রোজগারের প্রশস্ত রাজপথে শহরামুখী করেছিস, এই আকঙ্ক্ষা তাদের ফেলে আসা জীবনের শিকড়কে ধীরে ধীরে শুকিয়ে দিচ্ছেল। আসলে আর্থ সামাজিক যে বিন্যাস তাদের ছিল, এই বিন্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত আর এক বিন্যাসে থারা প্রবেশ করেছিল। কলকারখানা, অফিসের মাস মাইনের নির্দিষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য তাদের পারিবারিক জীবনকে অন্যভাবে গঠন করছিল। তাদের কাছে খামতি, আশা আকাঙ্ক্ষা, অপূরিত চাহিদার প্রকৃত কারণটি ঠিকবাবে ধরা দেয়নি। কিন্তু বুঝেছিল এই অধরা জীবনের স্বাছন্দ্যটিকে। ততদিনে ভেঙে পড়েছে যৌথ পরিবার। যৌথ জীবনের ঐতিহ্য যতটুকু ছিল তা হয়ে উঠল ভাসরাম্যহীন ও কলহময়। মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব হয়ে উঠল এক সঙ্গে পথ চলা মানুষের পরস্পরকে অতিক্রম করে যাওয়ার অসুস্থ প্রকিযোগিতা। এইভাবে বদলে যাচ্ছিল সম্পর্কের ভিত, সম্পর্কের মূল্যায়ন। এক সময় যে মানুষগুলো পরস্পরের হাত ধরে পথে নেমেছিল নতুন কিছু পাওয়ার বাসনায়, তারাই আবার হাত সরিয়ে নিল। আসলে আত্মীয়তার মূল্যবোধকে অতিক্রম করে গিয়েছিল লোভ আর ব্যক্তিস্বার্থ। মধ্যবিত্তের ভাঙনের কাল শুরু হওয়ার পর থেকে সম্পর্কের পতন আরও তীব্র হয়েছে। পরিচিতের গণ্ডি অতিক্রম করে মধ্যবিত্ত মানুষ আত্মসর্বস্ব জীনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। নিজের ছোটায় যে সামিল করেছিল নিজের সন্তানসন্ততিদেরও। নিজের ক্ষমতার সীমা বুঝে তাদের ঠেলে দিয়েছিল সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার ইঁদুর দৌড়ে। মধ্যবিত্তের বিত্ত বাসনায় বাবা, মা-ও উদ্বৃত্ত। গজিয়ে উঠছে বার্ধক্যের প্রান্তিক আস্তানা বৃদ্ধাবাস। স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের একটিমাত্র সন্তানকে নিয়ে নিজের সংসার। সম্পর্কের দূরত্ব এখানেই থামেনি। একমাত্র সন্তান বিদেশে। বৃদ্ধ বাবা-মা দেশে। পিতৃমাতৃকৃত্য করতে সন্তানের আসাটাও ব্যস্ততার পাহাড়ে আটকে যায়।

মধ্যবিত্তরা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নকে ভিত্তি করে মধ্যবিত্তরাই জীবনে পরিবর্তন আনে। বিশ শতক জুড়ে রাশিয়া, চিন, কিউবা, ভিয়েতনাম মনিউনিস্ট বিপ্লবের যে আবহ তৈরি করেছিল তার বার্তা পৌঁছেছিল সারা বিশ্বের মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে। আমাদের দেশেরও শ্রমজীবী ও কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে সংগঠতি রূপ তৈরি হয়েছে। প্রতিবাদী স্লোগানে ব্যানারে ছেয়ে গেছে গণআন্দোলনের মিছিল। আমাদের স্বাধীনতার সময়পর্ব অতিক্রম করে বামপন্থার আদর্শ সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। ছিল নতুন সমাজের স্বপ্ন। মধ্যবিত্তরাই ছিল তার মূল শক্তি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে আমরা দেখেছি উত্তাল খাদ্য আন্দোলন। মধ্যবিত্তের আবেগে এই আন্দোলন গতি পেয়েছিল। সত্তরের দশকে এসেছিল শত পুষ্প প্রস্ফুটিত করার অস্থির সময়। এ যুগের মধ্যবিত্তের বেকারিত্ব ছিল, অভাব ছিল, তার সঙ্গে ছিল টান টান লড়াইয়ের স্বপ্ন। মার্কিনি ইয়াংকি কালচারকে ভেঙে তারা আনতে চেয়েছিল নতুন সংস্কৃতি। নব্বইয়ের দশকের কমিউনিজমের পত যে উদার অর্থনীতির আগ্রাসন ঘটাল তার ঢেউ আছড়ে পড়ল বিশ্ব জুড়ে, তাতে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের দৌড় আরও জটিল হয়ে উঠল। আলো নতুন অনিশ্চয়তা। সুখ দুঃখ স্বপ্ন ভরা সংসারের দেওয়ালে ধরল আরও চিড়। উচ্চবিত্তের সন্তানরা যেবাবে কর্পোরেট জগতে জায়গা করে নিতে থাকল সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হল না। মধ্যবিত্তের কাছে তা আজও অধরা। গত তিরিশ বছরে সমাজজীবন আরও পাল্টে গেছে। মনন ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন মানুষকে উৎসবে আনন্দে একত্রিত করত, সেই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলোতেও ফিকে রং ধরেছে। সাহিত্য কবিতায় মানবিক টানাপোড়েনের মধ্যবিত্ত মানুষও হারিয়ে গেছে। নরেন মিত্র, রামপাদ চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যবিত্ত চরিত্রদের পদরেখাও প্রজন্মের কাছে দূসর হয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতির বিবর্তন আছে, ক্রমোন্নতি আছে আবার ক্রমাবনতি আছে। কিন্তু ওই অস্থির সময়ের এতো উত্থান পতনের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষের এই বেঁচে থাকার দৌড়ে মানুষ কোথায় পৌঁছবে।

মধ্যবিত্ত মানুষ অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে পারে, যে স্বপ্ন পৃথিবীর অনেক বড় পরিবর্তন এনেছে। এই স্বপেনের সঙ্গে নিম্নবিত্ত মানুষের স্বপ্নও জুড়ে যায়। এখানে স্বপ্নের সুযোগ হয়ত কম তবুও প্রতিদিন তার জীবন সংগ্রামের অপেক্ষায় তৈরি হয় স্বপ্নের বীজ। এই বীজ বুনতে বুনতেই কেটে যায় জীবনের অনেকটা সময়। স্বপ্নকে আগালে রেখেই তার বাঁচা। একদিন সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে এই আশায় বয়সের অনেকটাই সময় পার করে আসে। স্বপ্নকে বেঙেচুরে আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে মধ্যবিত্তের স্বপ্ন নতুন করে স্বপ্ন বোনে। এর মধ্যেই বেঁচে থাকে জীবনে বেঁচে থাকার নিরন্তর লড়াই। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

৫০ বছরের গরম হাওয়ায় পুড়তে থাকা আমরা

‘গরম হাওয়া’ সময়ের দলিল। আক্রোশ ও মনুষ্যত্বহীনতার ছবি। যে ইতিহাস তৈরি হয় স্বৈরাচারের কাজে, সেই ইতিহাস অগোচরে থেকে যায়। তাদের বিপক্ষে যাবে এমন সময়কে তারা ইতিহাস থেকে মুছে দেয়। কিন্তু ‘গরম হওয়া’র মতো সিনেমা ডকুমেন্ট করে রাখে সময়কে। মনে হয় না, দেশভাগের বিষয় নিয়ে আর কোনও সিনেমা এই ছবির কাছে পৌঁছতে পেরেছে। **ইন্দ্রাশিস আচার্য**

কিছু সিনেমা হয় উত্তপ্ত, যার তাপপ্রবাহ অনেকদূর অবধি পৌঁছয়, ভেতরে এসে আঘাত করে। সেই আঘাত আপনাকে কীভাবে আহত করবে, সেটা অবশ্য আপনার মস্তিষ্কের এবং হৃৎপিণ্ডের চরাচর ঠিক করে দেবে। আর আহত আপনি ঠিক করবেন আপনার প্রতিক্রিয়া কী হবে--- নিথর থাকবেন, মাঠে নামবেন, না কলম ধরবেন, নাকি অন্য উপায়ে নিজের চিকিৎসা নিজে করবেন। এমএস সাথ্যুর ‘গরম হাওয়া’ তেমনই এক সিনেমা। এই সিনেমা আজ ৫০ বছর পরে আপনাকে মানসিকভাবে কতটা আঘাত করবে, কীভাবে আপনি চিকিৎসা করাবেন--- আদৌ করাবেন কি না সেই ভাবনায় একটু ফুঁ দেওয়া যাক।

‘গরম হওয়া’ ইসমত চুঘতাই-এর অপ্রকাশিত ছোটগল্প, কাইফি আজমি এবং সামা জাইদির চিত্রনাট্য, বাহাদুর খান-এর সংগীত, যিনি ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘সুবর্ণরেখা’, ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-র সংগীত পরিচালক। বলরাজ সাহানি, সেলিম মির্জা। এর আগে পাঞ্জাব ভাগ হওয়া নিয়ে ছবি তৈরি হলেও আগ্রার পটভূমিকায় দেশভাগের অভিঘাত নিয়ে ছবি হয়নি। আগ্রা, মূলত করাচি থেকে আসা হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত জায়গা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ, ১৯৪৮ সালে গান্ধীজি হত্যা, দেশজুড়ে তৈরি হওয়া এক ভয়াবহ পরিবেশে মুসলিমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে লাগল লাহোর, করাচি। উল্লেখ্য, গরম হওয়াতে করাচি যাওয়ার কথাই বলা হয়েছে বারবার, লাহোর নয়। সেই আগ্রাতেই সেলিম মির্জা এবং ভাই হালিম মির্জা (দীননাথ জুটসি) এক জুতো প্রস্তুতকারী সংস্থা চালায়। সেলিম মির্জার দুই ছেলের বড় ছেলে বাকার মির্জা (আবু সিয়ানি) তাকে ব্যবসায় সাহায্য করে আর ছোট ছেলে সিকান্দার মির্জা (ফারুক শেখ), চাকরির সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। ফারুখ শেখ-এর এই ছবিতে আত্মপ্রকাশ। সেলিম মির্জার মেয়ে তার খুড়তুতো দাদা কাজিম (জামাল হাসমি), হালিম মির্জার ছেলের প্রেমে মজে থাকে। সেলিমের বৃদ্ধা মা (বদর বেগম) বংশের হাভেলিতে এককোণে পড়ে থাকলেও সেই হাভেলি তার প্রাণভোমরা, আর আছে সেলিমের স্ত্রী, এই পরিবার নিয়েই তৈরি ‘গরম হাওয়া’।

শিকড়ের টানে থেকে যাওয়ার লড়াই, অতীতকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই, পদে পদে মুসলিম হওয়ার বিপন্নতা, ভারতবর্ষে থাকা যাবে না পাকিস্তান চলে যেতে হবে— এই মানসিক দ্বন্দ্বে ভর করে এগিয়ে যেতে থাকে এই ছবি, সেখান থেকেই ৫০ বছর আগের ভারত আর আজকের ভারতবাসী হিসেবে অগ্রগতির দৌড়ে, অন্তত ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে অবিচ্ছেদ্য মিল— ছবিকে অন্য মাত্রা দেয়। পদে পদে প্রত্যাখ্যান বা বিশ্বাসঘাতকের তকমা নিয়ে গুটিয়ে আসা মানুষ লড়াই করে ভেতর থেকে শিকড় উপড়ে পাকিস্থান চলে যাওয়ার। কোথায় কতটা লড়াই লড়তে হবে— সেটাও অন্ধকারে থাকে।

কালকে যা নিজের ছিল, আজ তার প্রায় কিছুই নেই, ঠিক কতটা মানসিক শক্তি নিয়ে কীভাবে এগোলে আবার নিজের অধিকারে নিজের ভিটেতে থেকে যাওয়া যাবে— তার আভাস পাওয়া দুষ্কর। একে একে সব হারালে মন হার মেনে নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। অতীত ধূসর হয়, ভবিষ্যৎ অন্ধকার লাগে। ভেতরের শক্তি নিঃশেষ হয়। তখন কেউ মেনে নিয়ে ছেড়ে চলে যায়, কেউ ধামাধারী দাসত্ব গ্রহণ করে। অল্প কেউ স্তিমিত শক্তি নিয়ে নতুন করে চেষ্টা করে। সেলিম মির্জা সেই চেষ্টাই করে।

সেলিম মির্জার মা বাড়ি ছেড়ে যেতে পারে না, খিলান, ঘর, বারান্দা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, বাড়ি ছেড়ে গিয়ে প্রায় মৃত্যুর কোলে পৌঁছে গেলে তাকে আবার পুরনো বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তখন সেই বাড়ি অন্য কারও, আজমানির (এ. কে. হাঙ্গেল)। সেলিমের বৃদ্ধা মার মৃত্যু হয় এখানে ফিরিয়ে আনার পরে। যেখানে শুধু ঘর ছাড়ার যন্ত্রণার কারণে মৃত্যু হয়, সেইখানে এক পরিবারের ভয় হতে থাকে, তাকে ঘর ছাড়া, দেশ ছাড়া হতে হবে, অথবা দেশে থেকে বারবার ধর্মের নামে প্রতারিত হওয়ার অমোঘ যন্ত্রণাকে সহ্য করে যেতে হবে, হয়তো আমৃত্যু। এই যন্ত্রণার বিস্তার ‘গরম হাওয়া’র পরতে পরতে। সেলিম মির্জার পরিবার থেকে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিকাঠামোর ভয়াবহতা, সেই ভয়াবহতায় এক মুসলিম পরিবারের শুধুমাত্র ধর্মের কারণে দৈনন্দিন সামাজিক যন্ত্রণাকে ‘হিউম্যান হরর ফিল্ম’ হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

যেহেতু ধর্ম, যেহেতু লাহোর, করাচি, আগ্রা, লখনউ সেহেতু সেনসেশন, ফলে সিবিএফসি সার্টিফিকেট বাতিল। ছবি নাকি চরম সেনসেশন তৈরি করবে। দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ভেঙে পড়বে। কিন্তু তাও ‘গরম হাওয়া’কে আটকানো যায়নি। ইন্দিরা গান্ধীর বদান্যতায় আনকাট সেন্সর পেয়ে ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় এই সিনেমা। যদিও মুসলিম ভালো, হিন্দু খারাপ— এই সহজ ন্যারেটিভ নিয়ে ভাবতে হয়নি পরিচালক কিংবা দর্শককে।

এই ছবিতে কোনও ভিলেন নেই, কেউ খারাপ, কেউ ভালো নয়, সবাই পরিস্থিতির স্বীকার। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বলরাজ সাহানি নিজে এসেছিলেন লাহোর থেকে আর এ. কে. হ্যাংগল ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত, স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি করাচিতে তিন বছর জেল খেটে ভারতে আসেন ১৯৪৯ সালে এবং সিনেমায় অভিনয় শুরু করেন। এই দু'জনের যখন দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে এক অদ্ভুত রসায়ন এদের মধ্যে এসেছে— শান্তির, স্বস্তির।

‘গরম হাওয়া’ সময়ের দলিল। আক্রোশ ও মনুষ্যত্বহীনতার ছবি। যে ইতিহাস তৈরি হয় স্বৈরাচারের কাজে, সেই ইতিহাস অগোচরে থেকে যায়। তাদের বিপক্ষে যাবে এমন সময়কে তারা ইতিহাস থেকে মুছে দেয়। কিন্তু ‘গরম হওয়া’র মতো সিনেমা ডকুমেন্ট করে রাখে সময়কে। মনে হয় না, দেশভাগের বিষয় নিয়ে আর কোনও ছবি এই ছবির কাছে পৌঁছতে পেরেছে।

যেহেতু ধর্ম, যেহেতু লাহোর, করাচি, আগ্রা, লখনউ সেহেতু সেনসেশন, ফলে সিবিএফসি সার্টিফিকেট বাতিল। ছবি নাকি চরম সেনসেশন তৈরি করবে। দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ভেঙে পড়বে। কিন্তু তাও ‘গরম হাওয়া’কে আটকানো যায়নি। ইন্দিরা গান্ধীর বদান্যতায় আনকাট সেন্সর পেয়ে ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় এই সিনেমা। যদিও মুসলিম ভালো, হিন্দু খারাপ— এই সহজ ন্যারেটিভ নিয়ে ভাবতে হয়নি পরিচালক কিংবা দর্শককে।

সেলিম মির্জা ব্যবসা থেকে শুরু করে পরিবার সমস্ত দিক থেকে বিপর্যস্ত একজন মানুষ। দু'বার প্রেমে ব্যর্থ হওয়া সেলিম মির্জার মেয়ে আমিনা মির্জা (গীতা সিদ্ধার্থ) চরম পথ বেছে নেয়। যে দু'জনের প্রেমে সে বিয়ের স্বপ্ন দেখেছিল, তারা দু'জনেই তার কাকার ছেলে, অর্থাৎ ইন্সেস্টিয়াল সম্পর্কের মাধ্যমে হয়তো ধর্মীয় গোঁড়ামির একটা বার্তাও ছবিতে কোথাও ধরা দেয়। সেলিমের মেয়ের হয়তো বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। সে যাই হোক, আমিনার ওই পরিণতি সহ্য করতে হয় সেলিম আর তার স্ত্রীকে। বড় ছেলে জীবনের সঙ্গে আর আপস না করে চলে যায় পাকিস্তান। ছোট ছেলে সিকান্দার কোনওভাবেই চাকরি জোগাড় করতে পারেন না। উল্লেখযোগ্য, সেলিমের পোশাক সম্পূর্ণ উর্দু ঘরানার হলেও, সিকান্দারের পোশাক সাহেবি।

শেষপর্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে সেলিম ও তার ছোট ছেলে আর স্ত্রী-কে নিয়ে করাচি আসবে, ঠিক করে। কিন্তু পথে দেখা যায়, মুসলিমদের ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ রাস্তা জুড়ে। নেমে পড়ে সিকান্দার, নেমে পড়ে সেলিম, মিশে যায় প্রতিবাদে। প্রতিবাদ করে পরিচালকের বা গল্পকারের চরিত্ররা, দিনের পর দিন তৈরি হওয়া মানসিক যন্ত্রণা থেকে প্রতিবাদে পা মেলানো অবধি গল্পের ব্যাপ্তি। কিন্তু বাস্তবে জীবন হয়তো সেই প্রতিবাদের ভরসা বা সুযোগ পায় না, সেলিম মির্জারা হয় আত্মহত্যা করে, নইলে মারা যায় বা দাসত্ব গ্রহণ করে। হাজার হাজার অজানা, অচেনা ঘটনা জীবনকে তলিয়ে দেয়, সেই জীবন প্রতিবাদের সীমানা অবধি আসতে পারে না, সিনেমায় আসতে পারে, পরিচালক নিয়ে আসেন বলে। হয়তো বাস্তবেও কেউ কেউ আসেন। তবুও

দেশ বা রাষ্ট্র কখন নিজের হয়, সেইখানে জন্মালে? অথবা পূর্বপুরুষের ভিটে বা জন্মানোর রেকর্ড থাকলে? নাকি যে বাড়িতে রোজ তালা দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার রাত্রে তালা খুলে ঢুকে আস্তানার প্রমাণ রাখতে হয় তার জোরে? উত্তর সোজা হলেও জানা যায় না, বা খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশ আমায় সীমানা নির্দেশ করে দেয়, কতদূর গেলে আমার পাসপোর্ট লাগবে অথবা লাগবে না। তাই কাজিম যে সেলিম মির্জার মেয়ের প্রথম প্রেমিক, পাকিস্থান থেকে আবার আগ্রায় আসে সেলিমের মেয়েকে দেওয়া কথা রাখতে, বিয়ে করতে, কিন্তু কথা রাখার আগে পুলিশের হাতে পড়তে হয় তাকে, পাসপোর্ট নেই বলে। অথচ কাজিম তো এখানেই ছিল, এটাই তো তার দেশ ছিল, অন্তত সে তো তাই জানত। কিন্তু সেইদিন সে জেনেছিল সে এখন শত্রুপক্ষে দেশের বাসিন্দা। কোনও দোষ না করে, কোনও বিশ্বাসঘাতকতা না করেও কাজিম সেইদিনই হারিয়ে গিয়েছিল বরাবরের জন্য। তার খবর কেউ নেয়নি আর। ‘গরম হওয়া’র প্রাসঙ্গিকতা এরপরে আলাদা ভাবে বলাটা বোকামি। ধর্ম মাত্রই ফ্যানাটিক কিছু মানুষের আঁতুর, আর এদের থেকে বাড়তেই থাকে ফ্যানাটিসম, যার উৎস ধর্মান্ধতা, কিন্তু সত্যিই কি ধর্মান্ধতা নাকি মানসিক বিকারগ্রস্ত কিছু মানুষ আর সত্যি কিছু ধর্মান্ধ মানুষের হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই ধর্ম?

রাষ্ট্রের নেতা-নেত্রীদের কাজ হল, দেশের fundamentalist এবং ফ্যানাটিদের থেকে দেশ, ঘর, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের একটা দূরত্ব রেখে অশান্তির পরিবেশ অর্থাৎ ‘ডিগ্রি অফ ক্যাওস’ কমানো। সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ ধর্মীয় বা বিধর্মী নিশ্চিন্তে যাতে কারুর ক্ষতি না করে থাকতে পারে, সেই দায় বর্তায় রাষ্ট্র সঞ্চালকের। কিন্তু সেটাই যখন কারওর অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, তখন দুর্মতি, মাসেল পাওয়ার, হিংস্রতা, পাশবিকতা একসঙ্গে ওপরে উঠে আসে। তৈরি হয় সভ্যতা সংকট। হাজার হাজার মিত্র, মুখার্জি, ডি'সুজা, মির্জা, খান, সিং-রা আতান্তরে পড়েন। নিজের শিকড় জমে ওঠা বাড়িতে শেষবারের মতো তালা লাগিয়ে দিতে হয় নইলে চোখের সামনে পুড়ে যেতে দেখতে হয়। ৫০ বছর আগে হয়ে যাওয়া এক সিনেমার পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি নিন্দনীয়, যন্ত্রণার। তবু ভরসা থাকে এবং সথ্যু এখনও বলেন, ভারতীয় সেকুলার গঠনতন্ত্রের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায়। নিশ্চয়ই যায় তবু অশান্তি, তবু দুঃখ, তবু ধর্ম জাগে। টেকনোলজি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, একইসঙ্গে তাল মেলাচ্ছে ধর্মান্ধতা, দূরত্ব বাড়ছে উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্তের মধ্যে, ধর্মীয় গোঁড়ামি সেই অবধি সীমাবদ্ধ নয়। এই দূরত্বে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হচ্ছে, তা এমন জায়গায় যাচ্ছে যে বিপন্ন মানুষ কোনও একটা দোহাই দিয়ে নিজের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে চাইছে, কিছু হলেই অস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসছে। মানুষ মানুষকে চিহ্নিত করছে তার পোশাকে, তার খাবারে, তার বহিরাভূষণে। চরম অশিক্ষিতরা সামাজিক পাঠ পড়াচ্ছেন পণ্ডিতকে। অর্থাৎ, আমাকে দখল করতে হবে আমার আইডেন্টিটি। সেখানে আমি কাকে কী বলছি, সেটা আর মুখ্য থাকে না, আমিত্ব সর্বস্ব হয়ে ওঠে। ধর্মই হয়ে ওঠে এখানে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সেই পার্থক্য একটা সীমা অতিক্রম করলে ইলেকট্রিক স্পার্ক তৈরি হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই, সেই স্পার্ক হল— লুম্পেন রাজের দৌরাত্ম্যের লাইসেন্স।অশিক্ষা যেখানে পৌঁছয় অথবা যে অন্ধকারে নামে, শিক্ষা তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারে না।

সারা ছবি জুড়ে পাকিস্তানের উল্লেখ থাকলেও পাকিস্থানকে কোথাও দেখা যায় না। যেমন দেখা যায় না, প্রায়ই উল্টোদিকে কে কথা বলছেন সিনেমায়। যেখানে আমরা ডাবল পার্সপেক্টিভ দেখি, এখানে সেটা সিঙ্গেল। পিএনবি-তে (পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক) যখন সেলিম মির্জা লোনের জন্য যান, বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে লোন দেওয়া হবে না জানতে পারেন, এই সময় যিনি কথাটা সেলিম মির্জাকে জানান, তাকে দেখা যায় না। এইরকম সিঙ্গেল পার্সপেক্টিভ মাঝে-মধ্যেই এসেছে সিনেমায়। সেলিমের দ্বিতীয় বাসস্থানের ফাঁকা জায়গায় কয়েদখানার মত রড দিয়ে প্রথম আর দ্বিতীয় তলা ভাগ করা, প্রায়ই ক্যামেরা উঁকি দিয়ে গেলে ওই মানুষগুলোকে যেন কয়েদখানায় আটক বলে মনে হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 April, 2024 ■ আগরতলা ২৬ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১৩ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-তিন

আজ রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।আজ ভোট কর্মীরা ভোটের সামগ্রী গুছিয়ে নিচ্ছেন।আজ দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোট কর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে যার যার ভোট কেন্দ্রে পৌঁছবেন।ভোট কর্মী সহ নিরাপত্তা কর্মীরা গন্তব্যেস্থলের উদ্দ্যেশে রওনা দিয়েছেন।

শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী।

আগামীকাল সকাল থেকেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয় থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর প্রমোদনগর এবং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণের সাথে যুক্ত কর্মীরা ধীরে ধীরে নিজেদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটকেন্দ্র ৫৬ টিএবং মোট ভোটার ৪৫০৩২ জন, তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ৫৪ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মোট ৪৫৩০৪ জন ভোটার নিজেদের মূল্যবান ভোট প্রদান করবেন। অন্যদিকে, ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৫০ টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেবেন মোট ৩৮৪০০ জন।

জানা গেছে, এবছর তেলিয়ামুড়া মহকুমা'তে মোট সাত(৭)টি এরকম ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে যেখানে ভোট গ্রহণের কাজে যুক্ত কর্মীরা সবই মহিলা।

আগামীকাল পূর্ব আসনের অন্তর্গত জোলাইবাড়ী বিধামসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠীত হতে যাচ্ছে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল বেলা শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে ভোটের সামগ্রী নিয়ে নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রের উদ্দ্যেশে রওয়না হয় ভোটে নিযুক্ত কর্মীরা। এ বিষয়ে শান্তির বাজার মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমাশাসক দেবজ্যোতি রায় জানান, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ৬০ টি পুলিং ষ্টেশন রয়েছে। নির্বাচনের দিন সবকয়টি পুলিং ষ্টেশনে সি সি ক্যামেরা মাধ্যমে ওয়েব কাষ্টিং চলবে। এছাড়া প্রতিটি পুলিং ষ্টেশনে পানীয় জল সহ সকল প্রকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানান অতিরুক্ত মহকুমাশাসক।

এদিকে আগামীকাল ভোটের লক্ষ্যে পূর্ব আসনের অন্তর্গত ধর্মনগর মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্র ধর্মনগর, বাগবাসা, কদমতলা-কুর্তি ও যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের জন্য ধর্মনগর বীর বিক্রম ইন্সটিটিউশন থেকে ইভিএম মেশিন নিয়ে নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছেন ভোট কর্মীরা।

পূর্ব আসনের অন্তর্গত অমরপুর মহকুমার দুটি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র ৪১-অম্পিনগর ও ৪২-অমরপুর কেন্দ্রের ভোট কর্মীরা কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যদিয়ে ইভিএম নিয়ে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। অমরপুর মহকুমার দুটি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ১০৮টি। তার মধ্যে অম্পিনগরে ৫৫টি ও অমরপুরে ৫৩টি। দুটি কেন্দ্রেই পুরুষ ভোটারের থেকে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি। দুটি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রেই দুইটি করে চারটি মডেল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, দুইটি করে চারটি সম্পূর্ণ মহিলাদের পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, দুটি সম্পূর্ণ দিব্যাঙ্গদের পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, দুটি সম্পূর্ণ যুবকদের পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, দুই বিধানসভা এলাকায় ছয়টি করে মোট বারোটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচন

শান্তিপূর্ণ ও ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট গ্রহণের জন্য ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে ঃ আরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। আগামীকাল ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। শান্তিপূর্ণ ও ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটগ্রহণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজ ধলাই জেলাশাসক কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু বাহিদ এ। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ভোটারদের উৎসবের মেজাজে, শান্তিপূর্ণ ও ভয়মুক্ত পরিবেশে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, আগামীকাল সকাল থেকেই ভোটকর্মীরা তাদের সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে নেবেন। সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। ইতিমধ্যেই জেলার সকল ভোটকেন্দ্রগুলিতে ভোটগ্রহণ কর্মীরা পৌঁছে গেছেন। তিনি জানান, ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রে মোট ভোটার রয়েছেন ১৩, ৯৬,৭৬১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭,০২,৫১১ জন, মহিলা ভোটার ৬,৯৪,২৩৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১৩ জন। এই সংসদীয় ক্ষেত্রে প্রায় ১৬ হাজারের বেশি ব্লু ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে রিটার্নিং অফিসার আরও জানান, ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের অন্তর্গত ৩০টি বিধানসভা ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ১,৬৬৪টি। এরমধ্যে মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৬১টি, মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৬৭টি, দিব্যাঙ্গজন পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৩০টি এবং যুবদের দ্বারা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৩০টি। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের সুবিধার জন্য পানীয়জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের জন্য র‍্যাম্প, শৌচালয় এবং শেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়াও দিব্যাঙ্গজন এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ভোটকেন্দ্রগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে গরমের অবস্থা চিন্তা করে প্রত্যেকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পানীয়জলের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সকল অভিযোগ এসেছিল তা ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি করা হয়। ভোটারদের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য কমপ্লেইন রিড্রেসাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটার বা সংশ্লিষ্ট সকলেই তাদের যে কোনও ধরনের অভিযোগ তাদের কাছে জানাতে পারবেন। এছাড়াও এক্ষেত্রে জেলা হেল্পলাইন নম্বর হলো ১৯৫০। ভোটগ্রহণের সময় একজন ভোটার তার ভোটার সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়াও ১১টি পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোটদান করতে পারবেন। এগুলি হলো আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডি কার্ড, সার্ভিস আইডি কার্ড, ছবি সহ ব্যাঙ্ক অথবা পোস্ট অফিসের পাসবই, হেলথ ইনস্যুরেন্সের স্মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, পেনশনের ডকুমেন্ট এবং এমএনরেগা জবকার্ড।

তিনি জানান, এই সংসদীয় ক্ষেত্রের ৪৯-ছাওমনু (এসটি) বিধানসভা ক্ষেত্রে ৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সবচেয়ে বেশি দুর্গম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ভোটকর্মীদের জন্য সমস্ত ধরনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। সাতসকালে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। আজ সকালে উদয়পুর টেপানিয়া পাল পাড়া এলাকায় ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় দেববর্মা এবং জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সহ ফরেনসিক টীম.ওই ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে।পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে ওই ব্যক্তির খুন হয়েছে, বলে ধারণা পুলিশের। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর আনমানিক চারটা নাগাদ টেপানিয়া পাল পাড়া এলাকায় নারায়ন দাস(৬৫)-এর নিজ বাড়িতে খুন হয়। নারায়ণ দাসের ভাই হারাধন দাসের মেয়ের জামাই যুধিষ্ঠি সরকার দাঁড়ালো দা দিয়ে তাঁর শরীরে কুপিয়ে খুন করেছে।এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছেন নারায়ণ দাসের ভাই জহরলাল দাস।

তিনি জানিয়েছেন, ভোর চার ঘটিকায় বড়ভাই নারায়ণ দাসকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে রক্তাক্ত অবস্থায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

৩০টি সমাবেশ ও ১৮টি রোড শো করেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। দেশকে আরো শক্তিশালী করা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাজ্যের দুটি লোকসভা আসন উপহার দেওয়ার সংকল্প নিয়ে ময়দানমুখী হয়েছিলেন তিনি। আর এই নির্বাচনকে ঘিরে তারকা প্রচারক হিসেবে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নিজের সেরাটুকু দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে থেকে শুরু করে সরব প্রচারের অন্তিম দিন পর্য্যন্ত গোটা রাজ্যেই নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন তিনি। তাইতো প্রায় ১ মাসের অধিক সময়ে গাড়ি ও ট্রেনে সফরের মাধ্যমে ৩০টি জনসমাবেশে জনতাকে সম্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, সারা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করতে সড়ক পথে ৬২৫০ কিলোমিটার এবং ট্রেনে চেপে ১৬০০ কিলোমিটার ভ্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। এই সময়ে ৩০টি জনসমাবেশ ও ১৮টি রোড শোয়ে যোগদান করেছেন তিনি। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ৭টি পদযাত্রায় ২৮ কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করেছেন। যা একজন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উল্লেখ্য, গত ১৬ মার্চ থেকে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব এবং পূর্ব ত্রিপুরা জনজাতি সংরক্ষিত আসনে কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে দিন রাত এক করে প্রচার চালিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। আর সব জায়গাতেই মানুষের বিপুল সমর্থন পেয়েছেন তিনি। নিজের বক্তব্যে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরন্তর প্রয়াসের কথা তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি কিভাবে দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে সেবিষয়েও মানুষকে অবগত করেন।

তবে দীর্ঘ এক মাসের অধিক সময়ের নির্বাচনী প্রচারে একেবারে আমজনতার মতোই সারা রাজ্যের আনাচে কানাচে যান জননেতা মুখ্যমন্ত্রী। হেলিকপ্টারের মতো বিলাস বৈভব আরামদায়ক আকাশ যান ছেড়ে অধিকাংশ দিন ট্রেন এবং গাড়িতে চেপে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন। বাস্তবিক অর্থেই সাধারণ মানুষের মতোই নির্বাচনী ময়দান ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। যা এই রাজ্যের মানুষের প্রতি একজন মুখ্যমন্ত্রীর দায়বদ্ধতাকে প্রমাণিত করেছে।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় জনগণের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তাদের সাথেও মতবিনিময় করেছেন ডাঃ সাহা। মানুষের সমস্যাগুলি কিভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে নির্বাচনকে ঘিরে সরব প্রচারের অন্তিম দিনেও জনস্রোতে ভেসে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বারবারই ভারতীয় জনতা পার্টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত সুমিত সাহার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী ও মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা আজ বড়দোয়ালী বিধানসভার চার নম্বর বুথ এলাকায় আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত সুমিত সাহার বাড়ি যান। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তিনি কথা বলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারও পরিদর্শনে ছিলনেন।

তিনি জানান, সুমিত বিজেপির চার নম্বর বুথ কমিটির সভাপতি। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী আজ এই এলাকায় বিজেপির প্রাক্তন বুথ সভাপতি ভাস্কর কান্তি দেবের মাতৃ বিয়োগের খবর পেয়ে তার বাড়ি গিয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন।

সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথি

দুই রয়েল বেঙ্গল টাইগার সেরা ও তেজস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। চলতি মাসের ৩ তারিখ দর্শকদের উদ্দেশ্যে এনক্লোজারে ছাড়া হয়েছে নর্থ বেঙ্গল ওয়াইল্ড এনিম্যাল পার্ক শিলিগুড়ি থেকে সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় আনা সেরা ও তেজস নামের ২ রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে। এই ২ বেঙ্গল টাইগার দেখতে সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় আসা পর্যটকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে আকাশবাণীর সিপাহীজলা জেলা প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন চিড়িয়াখানার অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাস।তিনি জানিয়েছেন একে প্রচন্ড গরম তার ওপর এই সময়টি পর্যটনের জন্য আদর্শ নয়। তার পরও ৪০০ থেকে ৫০০ ভিজিটরস প্রতিদিন সিপাহীজলা পরিদর্শনে আসছেন। তাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই ২ রয়েল বেঙ্গল টাইগার। পায়েল গোস্বামী সেন নামের স্বপরিবারে আসাম থেকে আসা এমনই এক পর্যটক জানিয়েছেন সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় এসে তাদের ভালো লেগেছে। তেমনি সোনামুড়া মহকুমার কাঠালিয়া থেকে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেঙ্গল টাইগার দেখতে সিপাহীজলায় এসেছিলেন সুমন চন্দ। মেরিনা বড়ুয়া , মিঠু বাউলের মতো অনেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে মৃত্যু জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৫ এপ্রিল ।। চলন্ত গাড়িতে নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে মৃত্যু কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানের।গতকাল রাত এগারোটার নাগাদ কাঞ্চনপুরে ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। নির্বাচনী রোড মার্চ শেষ করে ফেরার সময় ওই ঘটনাটি ঘটেছে। তবে ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি অন্যকিছু, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ নির্বাচনী রোড মার্চ শেষ করে ক্যাম্পে ফিরছিলেন বিএসএফ জওয়ানরা। কাঞ্চনপুরের আই.এস.বি.টি সড়কে আসা মাত্র বাসের ভেতরে চলন্ত গাড়িতে নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে রাকেশ নাগেশ কেশব (২৮)-এর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মূহুরি অমিত আচার্য হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। পশ্চিম জেলা আদালতের মুহুরী অমিত আচার্য হত্যা মামলায় আরো দুজনকে গ্রেপ্তার করল পশ্চিম থানার পুলিশ।আইনজীবী দিগবিজয় মোদক ও শিবদুত বিরোয়া ক্লার্ক কে বুধবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন সকালে উজান অভয়নগর ও ইন্দ্রনগর মুসলিম পাড়া থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এপর্য্যন্ত এই মামলায় মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে গত ৩ এপ্রিল আইনজীবী রাজেশ সরকার ও মুহুরী রাজীব দেবকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম থানার পুলিশ। গত ৫ সেপ্টেম্বর আগরতলা পশ্চিম জেলা ও দায়রা জজের আদালত চত্তরে অমিত আচার্য নামে এক মুহুরীকে বেশ কয়েকজন আইনজীবি এবং ক্লার্ক মিলে মারধর করেছিল। এই ঘটনায় গুরুতর আহত অমিত আচার্য্যের গত ২৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় কলকাতায়।

ঘটনায় মৃত অমিত আচার্য্যের পরিবারের অভিযোগ মূলে পুলিশ একটি খুনের মামলা রুজু করে কয়েকজনের বিরুদ্ধে।

পশ্চিম থানায় রুজু হওয়া মামলা নম্বর ১৭২/২০২৩ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩৪ ধারায় আইনজীবি রাজেশ সরকার, গোপাল সিং, অনির্বান তলাপাত্র এবং আইনজীবিদের ক্লার্ক শিবদুত বড়ুয়া, সুদীপ দেব ও রাজীব দেবের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। এই মামলায় পুলিশ গত ১২ নভেম্বর ২০২৩ ইং তারিখে গোপাল সিং নামের এক আইনজীবিকে বড়দোয়ালি থেকে গ্রেপ্তার করে। এরপর অনির্বান তলাপাত্র নামে আরেক আইনজীবী কে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় বাকী অভিযুক্তদের খোজ জারী রেখে চলিছিলো। পুলিশের একটি দল চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ডের এই ঘটনায় তল্লাসি অভিযানে কোলকাতা পর্য্যন্ত পাড়ি দিয়েছে বলেও খবর। এবার পুলিশের হাতে আরো দুই অভিযুক্ত ধরা পরে বুধবার। তারা ঘটনার পর থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, মামলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাল্লুকের আক্রমণে আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ এপ্রিল ।। জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে ভালুকের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে খেদাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তি। উত্তর জেলার খেদাছড়া এলাকায় রোজ দিনকার মত পুষ্পরাম রিয়াং(২৯ বছর) জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে যায়। যেখানে সে ভাল্লুকের আক্রমণের শিকার হয়। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ঘুরে আসার পর খেদাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দেখে ভর্তি করে চিকিৎসা চালাচ্ছেন। পুষ্প রাম রিয়াঙভাল্লুকের আক্রমণের শিকার হওয়ায় এলাকা জুড়ে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গরমে পেট ঠান্ডা রাখতে খেতে পারেন বেলের শরবত

মাথার উপর রোদের তীব্রতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাইরে বেরোলে ঝলসে যাচ্ছে চোখমুখ। তবে বাড়িতে থাকলেও যে দারুণ স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে, তা নয়। ফ্রিজের জল খেয়ে সাময়িক শান্তি মিললেও কিছু ক্ষণ পর আবার সেই অস্বস্তি গ্রাস করছে। তবে গরমে পেট রাখতে শুধু জল খেলে হবে না। তাই অনেকেই বাড়িতে বেলের পানা তৈরি করে খান।

বেল শরীর ঠান্ডা রাখে। গরমকালে বেলের জনপ্রিয়তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়। সেই জনপ্রিয়তা শুধু শরবতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। পানা ছাড়াও বেল দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন আরও ৩ রকম খাবার।

বেলের মোরব্বা

প্রথমেবেলের শাঁস বার করে নিন। তার পর বেলের দানাগুলি ফেলে দিতে হবে। এর পর ওই বেলের শাঁসের সঙ্গে জল দিয়ে প্রেশার কুকারে এক সিটিতে সেদ্ধ করে নিন। কিছু ক্ষণ পর প্রেশার থেকে বেল বার করে জল ঝরিয়ে নিন। এ বার একটি পাত্রে এক কাপ চিনি ও এক কাপ জল আর দু'টি এলাচ থেঁতো করে দিয়ে ফুটিয়ে নিন। জল ফুটে চিনি গলে গেলে সেদ্ধ করে রাখা বেল দিয়ে ২-৩ মিনিট ফোটাতে হবে। একটু চিটচিটে ভাব এলেই মোরব্বা তৈরি। ঠান্ডা হলে প্লেটে রেখে মনের মতো আকারে কেটে পরিবেশন করতে পারেন। বেলের মিল্কশেক গরমে স্বাদ বদল করতে বানাতে পারেন বেলের মিল্কশেক। বেল ফাটিয়ে ভিতরের শাঁস বার করে নিন। ভাল করে ধুয়ে নেবেন আগে। তার পর একটি পাত্রে বেল, এক কাপ দুধ, ১ টেবিল চামচ চিনি, এক টেবিল চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, ঠান্ডা জল আর বরফ একসঙ্গে মিশিয়ে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিলেই তৈরি বেলের মিল্কশেক। গ্লাসে ঢেলে উপর থেকে বরফকুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

বেলের আইসক্রিম

বৈশাখের গরমে এর চেয়ে উপাদেয় আর কিছু হতে পারে না। খোসা ভেঙে বেল ছাড়িয়ে একটি জল ভরা পাত্রে ভিজিয়ে রাখুন। ৩০ মিনিট পরে জল থেকে বেল তুলে ভাল করে চটকে নিন। চটকে তরল করে ফেলার পর কিছুটা চিনিও মিশিয়ে নিন। এ বার আইসক্রিম ট্রে-র প্রতিটি খোপে মিশ্রণ ঢেলে একটি করে কাঠি ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। ৬-৭ ঘণ্টা রাখলেই জমাট বেঁধে আইসক্রিম তৈরি হয়ে যাবে। রক্তে এই অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে না পারলে ভবিষ্যতে বিস্তর রোগ জাঁকিয়ে বসতে পারে। ছবি: শাটারস্টক। ১) ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়লে ডায়েটে বড়সড় বদল আনতে হবে। এমন রোগীকে কম পিউরিনের মাত্রা যুক্ত খাবার খেতে হবে। পিউরিন যৌগ রক্তে মিশে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে লো ফ্যাট দুগ্ধজাত খাবার, সবুজ শাকসব্জি, মিলেট, ফল, ভেষজ চা খাওয়া যেতে পারে। তবে রেডমিট, সামুদ্রিক মাছ খাওয়া যাবে না। মাছ, চিকেন বা ডিম খাওয়া যেতে পারে। তবে, সব মিলিয়ে দিনে ৫০ গ্রামের বেশি নয়। মাছ বা চিকেন নিয়মিত খাওয়া গেলেও, মাছের মুড়ো, মুরগির মেটে বাদ দিতে হবে। ডায়েটে ফাইবার আর ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার বেশি করে রাখতে হবে।

২) ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি থাকলে শরীরে জলের ঘাটতি যাতে না হয়, সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। দিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল খেতেই হবে। জল খেলেই অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। ৩) শরীরের বিপাকহারের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের সরাসরি সম্পর্ক আছে। ওজন বেড়ে গেলে বিপাকহার কমে যায়। তাই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে সবার আগে ওজন কমানোর দিকে নজর দিতে হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা করুন, প্রয়োজনে পুষ্টিবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ডায়েট শুরু করুন।

৪) চিনি খাওয়া কিংবা চিনিযুক্ত কোনও পানীয় খাওয়া বন্ধ করতে হবে। কর্ন সিরাপ দেওয়া খাবার একেবারে বন্ধ করা উচিত। নরম পানীয়, রং দেওয়া জেলি, জ্যাম, সিরাপ, কৌটোবন্দি ফুট জুস খাওয়া চলবে না। ৫) মদ্যপান বন্ধ করতে হবে। মদ্যপান করলে কিন্তু ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা অনেকটাই বেড়ে যায়, তাই এই অভ্যাসে সবার আগে রাশ টানতে হবে।

গরমে নখের খেয়াল রাখতে কী করছেন ?

গরমে শরীরের পাশাপাশি ত্বক, চুলের প্রতি নজর থাকে অনেকেরই। কারণ, অত্যধিক গরমে চুল এবং ত্বকও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তবে এই যত্নআত্তির তালিকায় ব্রাত্য থাকে নখ। গরমে যে আলাদা করে নখের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটাই অনেকে মনে করেন না। তবে নখও যে সৌন্দর্যের অন্যতম অঙ্গ, তা ভুলে গেলে চলবে না তাই গরমে নখেরও চাই আলাদা যত্ন। এই গরমে কী ভাবে রাখবেন নখের খেয়াল?

১) শরীরে জলের ঘাটতির প্রভাব পড়ে নখের উপরেও। অনেকেরই নখ একটু বড় হতে না হতেই ভেঙে যায়। মূলত শরীরে জলের অভাবের কারণেই এমন হয়। বেশি পরিমাণে জল খাওয়ার পাশাপাশি ডায়েটেও রাখুন এমন কিছু খাবার, যাতে জলের পরিমাণ বেশি।

২) রান্না করা, বাসন ধোয়া, হেঁশেল পরিষ্কারের মতো ঘরোয়া কাজ করার সময়ে গ্লাভস পরে নিতে পারেন। গ্লাভস পরে কাজ করার ফলে রাসায়নিক উপাদান নখের সংস্পর্শে আসতে পারে না। তাতে সুরক্ষিত থাকে নখ। তাড়াতাড়ি ভেঙেও যায় না।

৩) সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগনি রশ্মি যে শুধু ত্বকের ক্ষতি করে, তা কিন্তু নয়। নখেও এর প্রভাব সমান ভাবে পড়ে। অত্যধিক রোদে নখের রং বদলে যেতে পারে। তাই বাইরে বেরোনোর আগে হাতে, আঙুলে এবং নখে ভাল করে সানস্ক্রিন মেখে নিন। সুরক্ষিত থাকবে নখ।

পাঁচ উপায়: ফ্রিজে না রাখলেও বৈশাখের গরমে কনকনে ঠান্ডা থাকবে বোতলের জল

তীব্র গরমে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন সকলেই। এপ্রিলের গরমে স্বস্তি পেতে ঘন ঘন ঠান্ডা জল খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঠান্ডা জলে গলা ভেজালে খানিকটা হলেও দহনজ্বালা জুড়িয়ে যায়। তাই সিংহভাগ বাড়ির ফ্রিজই বোতলে ঠাসা। যন্ত্র যখন-তখন বিগড়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ফ্রিজে আর কতগুলি বোতলই বা রাখবেন। খাবারও রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রে ফ্রিজ ছাড়া জলের বোতল ঠান্ডা রাখার উপায়গুলি জেনে নিন।

১) ঠান্ডা জলের বালতিতে জলের বোতল ডুবিয়ে রাখেন অনেকেই। কিন্তু তাতে আহামরি কোনও লাভ হয় না। কিছু ক্ষণ পরে বালতির জল গরম হয়ে যায়। তাই বালতিতে ঠান্ডা জল ভরে তাতে খানিকটা নুন মিশিয়ে নিন। তার পর জলের বোতল রাখুন। দেখবেন বহু ক্ষণ ঠান্ডা থাকবে জল।

২) আগে জল ঠান্ডা রাখার জন্য জলের পাত্র ভেজা কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা হত। তাতে জল দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঠান্ডা থাকত। সেই পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন। কাপড় ভিজিয়ে জলের বোতলগুলির গায়ে জড়িয়ে দিন। বেশ অনেক ক্ষণ ঠান্ডা থাকবে জল।

৩) মাটির কলসি আছে বাড়িতে? যদি না থাকে তা হলে একটা কিনে ফেলুন। সেটা জলে ভিজিয়ে রাখুন। তার পর কলসিতে জল ভরে তার মধ্যে বোতলগুলি রেখে উপর থেকে ঢাকা দিয়ে দিন। দেখবেন এই গরমেও ঠান্ডা থাকছে জল।

৪) ফ্রিজ ছাড়া বোতলের জল ঠান্ডা রাখতে সাহায্য নিতে পারেন বরফকুচির। বোতলে জলে ভরে তার মধ্যে কয়েক টুকরো বরফ দিয়ে দিন। বরফ গলে গেলেও জল ঠান্ডা থাকবে দীর্ঘ সময়।

৫) কুলার বাক্স কিনে রাখতে পারেন বাড়িতে। ফ্রিজে বোতল, খাবারদাবারের ভিড় থাকলে কুলার বাক্সে রাখতে পারেন বোতলগুলি। তা হলে অসুবিধা হবে না।

গরমের দিনেও অন্দরমহলে থাকুক ঠান্ডার আমেজ

উষ্ণতার পারদ দিন দিন চড়ছে। তীব্র দাবদাহে বাইরে বেরোলেই হাঁসফাঁস অবস্থা। তাই খুব প্রয়োজন না থাকলে বাইরে বেরোতে মন চায় না। তবে বাইরের উষ্ণতার আঁচ যেন বাড়িতে না পড়ে, সে দিকেও তো খেয়াল রাখতে হবে। ঘর ঠান্ডা রাখতে হলে কিন্তু বুদ্ধি করে অন্দরসজ্জায় সামান্য বদল করতে হবে। মরসুম ভেদে অন্দরসজ্জাতেও আনতে হবে বদল। গরমের দিনে কী ভাবে বাড়ির ভোলবদল করবেন, জেনে নিন কয়েকটি উপায়।

গ্রীষ্মকালের জন্য কী ভাবে ঘর সাজাবেন?

১) গরমে সবার আগে ঘরের পর্দাগুলি বদলে ফেলতে হবে। মোটা কাপড়ের পর্দা নয়, গরমের দিনে পর্দার কাপড় হতে হবে একেবারে ফুরফুরে। এই সময়ে হালকা রঙের সুতির পর্দা এবং তার সঙ্গে মানানসই সাদা নেটের পর্দা দিয়েই ঘর সাজাতে পারেন। অথবা ফুলেল প্রিন্টের পর্দা রাখতে পারেন পছন্দের তালিকায়। তবে দিনের বেলা জানলা বন্ধ করে রাখাই ভাল।

২) গ্রীষ্মের মেজাজের সঙ্গে মিলিয়ে হালকা হালকা রঙের চাদর, কুশনের ঢাকা, বালিশের ঢাকা কিনতে পারেন। হালকা গোলাপি, কমলা, আকাশি নীল কিংবা সাদার উপর হালকা নকশা করা কোনও জিনিস বেশ মানাবে। এ ছাড়া বাটিক কিংবা বাগরু প্রিন্টের চাদর বিছানায় পাততে পারেন।

৩) গ্রীষ্মের মরসুমে বাড়িতে বেশি করে গাছ লাগানো যায়। চোখের আরাম হবে। আর অন্দরে রাখার মতো গাছ বেশ কয়েকটি রাখলে ঘরও ঠান্ডা থাকবে। এই সময়ে অন্দরসজ্জায় নানা রকমের ফুলের ব্যবহার করতে পারেন। জারবেরা, লিলির মতো ফুল দিয়ে সাজিয়ে ফেলতে পারেন ঘর, এতে ঘরে রঙিন ছোঁয়া বাড়বে। এ ছাড়া জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার মতো ফুল দিয়ে ঘর সাজালে সুবাস ছড়িয়ে যাবে ঘরে। গন্ধের জন্য বিভিন্ন রকম এসেনশিয়াল অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন।

৪) টেবিল হোক বা সোফা, গরমে ব্যবহার করুন সুতির ঢাকা, ক্রুশের ঢাকা কিংবা উজ্জ্বল রঙের চাদর। ঘরে হাওয়া খেলবে। আসবাবপত্রের জন্য যেন জানলাগুলি ঢেকে না যায়, সে দিকেও নজর রাখতে হবে। সন্ধ্যাবেলা জানলা খুললেই যেন ফুরফুরে হাওয়া আসতে পারে, সে দিকটাও দেখতে হবে। দেওয়ালের সাজেও রঙিন ছবি, ওয়াল হ্যাঙ্গিং ব্যবহার করতে পারেন।

৫) মেঝের কার্পেটটিও এ বার গুটিয়ে রাখতে পারেন। তার বদলে মাদুর কিনতে পারেন। মাটিতে বিছিয়ে দিন সেটি। ঘর হালকা দেখাবে। ভিতরে ঢুকলে মনও ফুরফুরে হবে।

হাঁটু ভালো রাখার উপায়

বয়স বাড়লেও যাতে হাঁটু থাকে সবল, সেজন্য থাকতে হবে সাবধান।

আঘাত পাওয়ার কারণে কিংবা কালেভদ্রে অস্বস্তি, হাঁটু ব্যথা যখন থাকবে তখন প্রতিটি কাজেই তা বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

'আমেরিকান ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান'য়ে ২০১৮ সালে প্রকাশিত জরিপে বলা হয়, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হাঁটু ব্যথায় ভুগছেন। আর বিগত ২০ বছরে আক্রান্ত রোগীর বেড়েছে ৬৫ শতাংশ।"

আশার কথা হলো কেউ হাঁটু ব্যথা ভুগছে মানেই যে তা সারাজীবন ভোগাবে বা অস্ত্রোপচার করতেই হবে এমনটা কিন্তু নয়।

দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কিছু বিষয় খেয়াল রাখলেই হাঁটু ব্যথা থেকে বাঁচা সম্ভব, নিয়ন্ত্রণে রাখাও যায়।

কীভাবে বসেন আপনি?

হাঁটু ভালো রাখার সবচাইতে সহজ উপায়টা মানতে কোনো ব্যায়ামও করতে হয় না, শুধু বসার ধরনটা হতে হবে হাঁটুর জন্য সহনীয়।

ক্যানসাস'য়ে অবস্থিত 'প্রেফার্ড ফিজিকাল থেরাপি ইন ক্যানসাস সিটি'র ফিজিকাল থেরাপিস্ট সিডনি হ্যাগি-কক 'ইটদিস ডটকম' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে বসা কিংবা যে কোনো সোফা বা চেয়ারে বসার সময় এক পা ভাঁজ করে নিতম্বের নিচে রাখা হাঁটুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এভাবে লম্বা সময় বসলে হাঁটুতে বেকায়দায় চাপ পড়ে যা দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ীভাবে হাঁটুর জোড়ের ক্ষতি করে।"

ব্যায়ামের আগে ওয়ার্ম আপ

ব্যায়ামের আগে শরীর গরম করে না নিলে কিংবা ব্যায়াম শেষে শরীর শিথিল না করলে হাঁটুর ওপর অযথা বাড়তি চাপ পড়ে।

হ্যাগ-কক বলেন, "পুরোদমে ব্যায়াম শুরু করার আগে অবশ্যই 'ওয়ার্ম-আপ' করে নিতে হবে। 'অ্যাঙ্কল পাম্প', 'লং আর্ক কোয়াড', 'সিটেড মার্চেস', 'হিপ অ্যাডাকশন' ইত্যাদি হতে পারে আদর্শ 'ওয়ার্ম-আপ'। অপরদিকে ব্যায়ামের পর শরীর শীতল করাও জরুরি। এজন্য 'হ্যামস্ট্রিং', 'কোড্রিসেপস', 'অ্যাডাকটর', 'আইটি ব্যান্ড স্ট্রেচেস' ইত্যাদি ব্যায়াম করে শীতল করতে পারেন।"

উঠবস করার ক্ষেত্রে সাবধান

উঠবস পেশি গঠনের জন্য ভালো ব্যায়াম। তবে ভুলভাবে উঠবস করলে তা হাঁটুর জন্য হতে পারে মারাত্মক ক্ষতিকর। হ্যাগ-কক পরামর্শ দেন, "উঠবস সঠিকভাবে করার টোটকা হল এমনভাবে বসতে হবে যাতে আপনি নিচে তাকালে পায়ের আঙুলগুলো সবসময় দেখতে পান। হাঁটু বেশি সামনে যেতে দেওয়া যাবে না, আবার ডানে কিংবা বামেও চলে যেতে দেওয়া যাবে না। মনে করতে হবে আপনি একটা চেয়ারে বসছেন, আর নিচে যদি চেয়ার না থাকে হবে আপনি নিচে পড়ে যাবেন।"

সঠিক মাপের জুতা

ব্যায়াম ঠিকভাবে করলেও পায়ের জুতা যদি সঠিক মাপের ও আরামদায়ক না হয় তবে হাঁটুর সমস্যা দেখা দিতে পারে। হাঁটা, দৌড়ানো, ব্যায়ামের জন্য যেনতেন জুতা ব্যবহার করাটা একটা মস্ত বড় ভুল।

হ্যাগ-ককের ভাষায়, "ব্যায়ামের জন্য বিশেষভাবে তৈরি জুতা কেনা উচিত। আর কেনার আগে ব্যায়ামের জন্য প্রযোজ্য জুতা যারা বোঝেন তাদের দিয়ে পায়ের মাপ, ধরন বুঝে নেওয়া উচিত।"

প্রতিদিন হাঁটা

অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটি যেমন দ্রুত হাড় ক্ষয় করে, তেমনি অলস জীবনযাত্রাও হাঁটুর জন্য ক্ষতিকর। যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ স্পোর্টস মেডিসিন (এনএএসএম)' প্রত্যয়িত প্রশিক্ষক ড্যানিয়েল গ্রে বলেন, "ওজন বহনের মাধ্যমে ব্যায়াম হিসেবে হাঁটাহাঁটি বেশ কার্যকর ও নিরাপদ। শরীরের নিম্নাংশ সুস্থ রাখার পাশাপাশি 'কার্ডিও' ব্যায়াম করার ক্ষমতা বাড়ায় এই ব্যায়াম। দিনে বিভিন্ন সময়ে মিলিয়ে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করার চেষ্টা করুন।"

রোজ লেবু জল খাওয়ার অভ্যাস প্রত্যেকের জন্যই ভাল

এক গ্লাস জল আর গোটা একটা পাতিলেবু। ফিটনেস নিয়ে যাঁরা সচেতন, তাঁদের অধিকাংশের ডায়েটের প্রথম সারির পানীয় এটি। শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে এই পানীয় অনেকের ক্ষেত্রেই বেশ কার্যকর। অনেক ফিটনেসবিদও খাদ্যতালিকায় এই পানীয় রাখার পরামর্শ দেন।

লেবুতে ভরপুর মাত্রায় ফাইবার ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট থাকে।

লেবু জল নিয়ম করে খেলে এতে থাকা ফাইবারের কারণে পেটভার হয়ে থাকে। তখন অন্য কিছু খাওয়ার ইচ্ছে কমে যায়, তা ছাড়া এই পানীয় বিপাকহার বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। তাই সব মিলিয়ে ওজন ঝরাতে এই পানীয় বেশ কার্যকর। শুধু লেবু জল না খেয়ে আর কী কী ভাবে পানীয়ের গুণ বৃদ্ধি করতে পারেন, রইল হদিস।

১) শসা দিয়ে লেবু জল: লেবু জলে শসা মিশিয়ে দিলে তার কার্যকারিতা আরও বেড়ে যায়। শসায় ভরপুর মাত্রায় জল থাকে আর এতে ক্যালোরিও থাকে না। তাই গরমের দিনে শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করতে এ পানীয় খেতেই পারেন।

২) পুদিনা পাতা দিয়ে লেবু জল: সাধারণ লেবু জলে কয়েকটি পুদিনা পাতা মিশিয়ে দিলে তার স্বাদ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তবে কেবল স্বাদ বৃদ্ধি করতেই নয়, পুদিনা পাতা কিন্তু হজমেও সাহায্য করে। এ ছাড়া বিপাকহার বৃদ্ধি করতেও পুদিনা বেশ উপকারী। সব মিলিয়ে লেবু জলে পুদিনা মিশিয়ে দিলে ওজন ঝরানোর কাজ তরান্বিত হয়।

৩) আদা দিয়ে লেবুর রস: লেবুর রসে এক চা চামচ আদা কুচি মিশিয়ে দিতে পারেন। আদা কিন্তু হজমের জন্য বেশ উপকারী। তা ছাড়া লেবু জলে মিশিয়ে দিলে তার স্বাদও বেড়ে যায় কয়েক গুণ। তাই রোগা হওয়ার ডায়েটে এই পানীয় রাখতেই পারেন।

তবে কেবল ওজন কমাতেই নয়, রোজ লেবু জল খাওয়ার অভ্যাস কিন্তু প্রত্যেকের জন্যই ভাল। বিশেষ করে, এই গরমে লেবু জল খাওয়া জরুরিও বটে। চিকিৎসকদের মতে, শুধু সকালেই নয়, লেবু জল খেতে পারেন দিনের যে কোনও সময়। তবে লেবুর অ্যাসিডিক মাত্রা বেশি বলে অনেক চিকিৎসকই তা বেশি খেতে নিষেধ করেন। গরম জলে লেবু মিশিয়ে খেলে অ্যাসিডিটি আক্রমণ করতে পারে না। লেবুর মধ্যে থাকা ভিটামিন সি ও তার অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট আপনাকে বাঁচাতে পারে অনেক অসুখ থেকেও। লেবু শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে। লেবুতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। এটি চুলের পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য করে।

চেহারায় বয়সজনিত ছাপ রুখে দিতে পারে লেবুর রস। লেবু প্রাকৃতিক স্ক্রাবার। তাই রস বার করে নেওয়ার পর লেবুর খোসাও ঘষতে পারেন ত্বকে। এতে ত্বক পরিষ্কার হওয়ার পাশাপাশি মৃত কোষ নষ্ট হয়ে গিয়ে ত্বক আরও ঝকঝকে হয়ে ওঠে। প্রতি দিন লেবুর রস কিন্তু আপনার বদহজম কমিয়ে দিতে সক্ষম। তাই মুখের দুর্গন্ধ রোধেও লেবু জল উপকারী। লেবু জলে কুলকুচি করলে স্বাদকোরক সতেজ ও সুস্থ থাকে। লেবু শরীরের টক্সিক পদার্থ বার করে দেয়। তাই যে কোনও অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে। এর বাইরে, অনেক রোগজীবাণুকে ধ্বংসও করতে পারে লেবু জল।

কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে ওটস

'স্টিল কাট' ওটস খারাপ কোলেস্টরলের মাত্রা কমাতে পারে। কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা দিলে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। আর চিকিৎসকরা সাধারণত এই ক্ষেত্রে বীজ ও বাদাম ধরনের খাবার, ফল সবজি এবং অপরিশোধীত শষ্য-জাতীয় খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অপরিশোধীত শষ্য বা হোল গ্রেইনের মধ্যে ওটস অন্যতম। গবেষণা বলে এটা খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএল'য়ের মাত্রা কমাতে সক্ষম।

'ফাইনালি ফুল, ফাইনালি স্লিম' বইয়ের লেখক যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ ডা. লিসা ইয়ং বলেন, "গোটা ওটসে থাকে দ্রবণীয় আঁশ যা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। স্টিল-কাট ওটসে থাকা দ্রবণীয় আঁশ একই ভাবে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।"

আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে ২০১৫ সালের করা এক গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে, ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, এলডিএল কোলেস্টেরল সংখ্যা কমানোর জন্য গোটা শস্য সুপরিচিত।

গোটা শস্য কীভাবে কাজ করে এবং হজমে সহায়তা করে সে সম্পর্কে হার্ভার্ড হেল নির্দেশিকা দেয়। জানা যায়, গোটা শস্য খাওয়া কলেস্টেরলের মাত্রা গড়ে ৬.৫ পয়েন্ট কমাতে সক্ষম।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরও কয়েকটি সামার স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২৫ এপ্রিল, ২০২৪: গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময় যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আরও কয়েকটি সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি সংশ্লিষ্ট রুটগুলির অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের জন্য এক বিকল্প সুযোগ হিসেবে কাজ করবে। এই প্রচণ্ড গরমে ভ্রমণের সময় যাত্রীরা যাতে হাইড্রেট থাকে তার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমস্ত স্টেশনে বিনামূল্যে পানীয় জল নিশ্চিত করেছে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৬৫৬৯ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-গুয়াহাটি) স্পেশাল ২৮ এপ্রিল থেকে ১৯ মে, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার এসএমভিটি বাঙ্গালুরু থেকে ০০.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৫.৩০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৬৫৭০ (গুয়াহাটি-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) স্পেশাল ০১ থেকে ২২ মে, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার গুয়াহাটি থেকে ০৬.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ১০.০০ ঘণ্টায় এসএমভিটি বাঙ্গালুরু পৌঁছবে।

অন্যদিকে, ট্রেন নং. ০৯১০১ (ভদোদরা-কাটিহার) স্পেশাল ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ (বুধবার) ভদোদরা থেকে ২৩.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ১৬.৩০ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৯১০২ (কাটিহার-ভদোদরা) স্পেশাল ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ (শনিবার) কাটিহার থেকে ১৫.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০৭.৩০ ঘণ্টায় ভদোদরা পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৪০১০ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবাণী) স্পেশাল ৩০ এপ্রিল থেকে ২৫ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৩.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০৫.২০ ঘণ্টায় যোগবাণী পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৪০০৯ (যোগবাণী-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) স্পেশাল ০২ মে থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার যোগবাণী থেকে ০৯.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ১৬.০৫ ঘণ্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল পৌঁছবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল, যা কথা মতো চলে : রাজনাথ সিং

লখিমপুর খেরি ও এটাহ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশে জোরকদমেই চলছে নির্বাচনী প্রচার। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরি ও এটাহ-তে নির্বাচনী জনসভা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। এদিন লখিমপুর খেরির নির্বাচনী জনসভায় রাজনাথ সিং বলেছেন, 'আমরা (বিজেপি) বিভিন্ন ধর্মের বেশিরভাগ ধর্মীয় স্থানের যত্ন নিয়েছি। ভারতের ঐতিহ্যের যত্ন নেওয়া ভারত সরকারের নৈতিক দায়িত্ব, বিজেপিই দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল যা কথা মতো চলে। আমরা যা বলেছি, তা পূরণ করেছি।'

অন্যদিকে, এটাহ-র জনসভায় রাজনাথ সিং বলেছেন, 'একবার কংগ্রেসকে ভারত-চিন সীমান্তে রাস্তা এবং হেলিপ্যাড তৈরি করতে বলা হয়েছিল, যাতে আমাদের সৈন্যরা সীমান্তে যাতায়াত করতে পারেন। কংগ্রেস উত্তর দিয়েছিল, আমরা যদি ভারত-চিন সীমান্তে রাস্তা এবং হেলিপ্যাড তৈরি করি, তাহলে চিন যদি ভারতে প্রবেশ করে এবং তাঁদের হেলিকপ্টার আমাদের হেলিপ্যাডে অবতরণ করে, তাহলে কী হবে! এতেই ভয় পেয়েছিল কংগ্রেস। চিন নিজস্ব এলাকায় রাস্তা, হেলিপ্যাড, এয়ারপোর্ট এবং বাড়ি তৈরি করছে... আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটি অঙ্গীকার করেছেন, চিন যদি তাঁদের ভূখণ্ডে এই সমস্ত কিছু তৈরি করে, তাহলে আমরাও আমাদের পাশে একই কাজ করব... এবং এখন এই সব ঘটছে।'

গোসাঁইগাঁওয়ে চুরির গরু ও গো-মাংস সহ আটক পাচারে ব্যবহৃত দামি কার, আটক এক

গোসাঁইগাঁও (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত গোসাঁইগাঁও মহকুমার তুলসীবিলের ১ নম্বর কার্তিমারি এলাকায় চুরির গরু এবং গো-মাংস সহ আটক করা হয়েছে পাচারে ব্যবহৃত দামি চার চাকার কার। গরু পাচারে জড়িত অভিযোগে পুলিশ আটক করেছে একজনকে। ধৃতকে জনৈক সাদেক আলি বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। তবে সুযোগ বুঝে অপর অভিযুক্ত হাসেম আলি পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় জনতার অভিযোগ, তুলসীবিল পুলিশের সঙ্গে গরু পাচারকারীদের গোপন সমঝোতা বহুদিনের। তুলসীবিল এলাকার বাসিন্দাদের পালিত গরু প্রায় প্রতিদিন চুরি হয়। এ ব্যাপারে পুলিশকে পদক্ষেপ নিতে বহুবার তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ চোখ বুজে গরু চোর ও পাচারকারীদের রক্ষণাবেক্ষণ দিচ্ছিল।

আজ সকালে সন্দেহের বশে এএস ০১ কিউ ০০১৪ নম্বরের একটি দামি কারের গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালান স্থানীয়রা। তালাশি চালিয়ে গাড়ির ভিতরে গো-মাংসের বড় থলি এবং চার পা বাঁধা তিনটি গরু দেখেন তাঁরা। এ নিয়ে গাড়ির চালক সহ দুই আরোহীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বাদানুবাদ হয়।

ইত্যবসরে তুলসীবিল পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দলবল নিয়ে পুলিশের একজন সা-ইনস্পেক্টর আসেন ঘটনাস্থলে। পুলিশ গো-মাংস, তিনটি গরু, বিলাসী গাড়ি সহ সাদেক আলিকে থানায় নিয়ে গেছে। এর পরের খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে জানা গেছে, গরু ও মাংসগুলি তুলসীবিল থেকে ধুবড়ি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তস্করদের।

শ্রীরামপুর : কাঞ্চনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে বেরিয়ে হুডখোলা জিপ থেকে কার্যত নামিয়ে দিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে। বললেন, "আমি তো তোমায় আগের দিনই বললাম গ্রামে এসো না, রিয়্যাক্ট করছেন মহিলারা।" বারণ করলেন প্রচারে আসতে। আর সাংসদের কথা মতো পরক্ষণেই গাড়ি থেকে নেমে যান কাঞ্চন।

বৃহস্পতিবার কোন্নগর নবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোট প্রচার ও জনসংযোগে বের হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোন্নগর স্টেশন রোডে তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে থেকে শুরু হয় প্রচার। সেখানেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুড খোলা গাড়িতে কাঞ্চনকে দেখা যায়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে প্রচার করতে চাননি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই কাঞ্চন মল্লিককে নেমে যেতে বলেন।

পরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান,উনি মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন কী হননি আমি জানি না। আমি ওনাকে নিয়ে আগেও প্রচার করেছি। উনি আমার সঙ্গে যখন প্রচারে বেরোচ্ছেন গ্রামের মহিলারা কিন্তু ভীষণ রিঅ্যাক্ট করছেন। আমি ওনাকে আগেই বলে দিয়েছিলাম গ্রামে এসো না।" কল্যাণের প্রশ্ন, "আমার সঙ্গে প্রচারে শুধু কেন থাকছে? উনি একজন বিধায়ক। নিজেও প্রচার করতে পারেন। সেখানে তো করছেন না। আমাকে নির্বাচনে লড়তে হচ্ছে। মানুষের মনে যা আছে তা তো বুঝতে হবে। আমি ব্যক্তি বিশেষের জন্য নই। আমি সমষ্টিগত মানুষের জন্য। তাই সমষ্টিগত মানুষকে কষ্ট দিতে পারব না কোনও ব্যক্তি বিশেষের আনন্দ বা সুখের জন্য।"এ বিষয়ে কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া নিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে ফোন ধরেননি বিধায়ক। তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, তিনি কলকাতা ফিরে গিয়েছেন। বস্তুত, প্রাক্তন স্ত্রী পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর শ্রীময়ী চট্টোরাজকে বিবাহ করেন অভিনেতা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। যা নিয়ে জনমানসে প্রভাব পড়ে।

বান্দিপোরায় জারি অভিযান, হেলিকপ্টার নিয়ে চলছে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি

বান্দিপোরা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরায় জঙ্গিদের খোঁজে জোর তল্লাশি শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। বৃহস্পতিবারও বান্দিপোরায় জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রেখেছে বাহিনী। এই অভিযান চালানোর জন্য নিরাপত্তা বাহিনী হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য, বুধবার ওই এলাকায় জঙ্গি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে দুজন সেনা আহত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা জানিয়েছেন,পুলিশ,সেনাবাহিনীর কর্মীরা এবং সিআরপিএফ-এর একটি যৌথ দল অন্তত দুই থেকে তিনজন জঙ্গির উপস্থিতির খবর পেয়ে বান্দিপোরার জঙ্গল এলাকায় অনুসন্ধান অভিযান শুরু করে। তখনই ওই এলাকায় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা নিরাপত্তা বাহিনীকে কাছে আসতে দেখে গুলি ছুড়তে শুরু করে, এরপরেই সংঘর্ষ শুরু হয়। গোলাগুলিতে দুই সেনা জওয়ান আহত হন, যাদের কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। বুধবার সারারাত ওই এলাকায় জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলেছে, বৃহস্পতিবারও অভিযান চলছে।

লখনউতে উন্নয়ন বজায় রাখতে রাজনাথ সিংকে বিজয়ী করুন : নীরজ সিং

লখনউ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : লখনউতে উন্নয়ন বজায় রাখতে রাজনাথ সিংকে বিজয়ী করুন, এই মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা নীরজ সিং। তিনি বৃহস্পতিবার লখনউয়ের এক জনসভা থেকে একথা বলেন।বিজেপি নেতা নীরজ সিং লখনউ লোকসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থনে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন। বিজেপি নেতা নীরজ সিং এদিন বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে রেকর্ড ভোটে জয়ী করা উচিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, কর্মীদের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে উৎসাহ রয়েছে এবং আমরা প্রতিটি বুথে জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত। বুথে জয়ী হলেই আমরা নির্বাচনে জিতব। ৫ বছর ধরে আমরা জনগণের আশীর্বাদ পেয়েছি এবং নির্বাচনেও আমরা অবশ্যই আশীর্বাদ পাব, বলেও জোর দেন নীরজ।

চাকরি প্রার্থী পিছু আট লক্ষ করে টাকা চেয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই, বিস্ফোরক সৌমিত্র খাঁ

বাঁকুড়া, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : চাকরি প্রার্থী পিছু আট লক্ষ করে টাকা চেয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকেই তাঁর ভাই আকাশের কাছে পাঠিয়েছিলেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক সৌমিত্র খাঁ। বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, এখানেই শেষ নয়, মানহানির মামলা করতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর আদালতে এলে তাঁর পোশাক খুলে নেওয়ারও হুমকি দেয় বিজেপি নেতা।

বুধবার বাঁকুড়ার রতনপুরে নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সৌমিত্র খাঁ বলেছেন, তৃণমূলে থাকার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু ছেলের চাকরির জন্য অনুরোধ করায়, তিনি তাঁর ভাই আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন। আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গেলে তিনি প্রার্থী পিছু আট লক্ষ টাকা দাবি করেন। সৌমিত্রর কথায়, "২০১৭ সাল। আমি ওনার ছোট ভাই আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললাম অভিষেকদা বলল চাকরি করে দেবেন। তো কী করতে পারবেন? আমায় বললেন, দাদা তোমার কাছ থেকে বেশি নেব না। এক কাজ করো আট লক্ষ টাকা আর দু'লক্ষ টাকা তোমার জন্য। মোট ১০ লক্ষ টাকা করে ১০০টা ক্যান্ডিডেট এনে দিতে পারো।"

এরপরই সৌমিত্র খাঁ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর দাবি করে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করেছে। তিনি যদি বিষ্ণুপুর আদালতে হাজিরা দিতে আসতেন আমি তাঁর প্যান্ট জামা খুলে নিতাম।" অপরদিকে, তৃণমূলের অভিযোগ প্রচারে থাকতেই এই সব উল্টো-পাল্টা বলে চলেছেন তিনি।

নিয়োগ নিয়ে সুখবর, ২ মাসের মধ্যে ৮০০ প্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : সদ্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে প্রায় ২৫০০০ চাকরি বাতিল হয়েছে। কিন্তু এবার নিয়োগ নিয়ে এল সুখবর। আগামী ২ মাসের মধ্যে চাকরি দিতে হবে বলে অন্য একটি মামলায় নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। এর ফলে হাসি ফুটতে চলেছে প্রায় ৮০০ চাকরি প্রার্থীর পরিবারে। প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা।

প্রসঙ্গত, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগেই আটকে ছিল নিয়োগ। ২০০৯ সাল থেকে ওই প্রার্থীরা নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন। অবশেষে তাঁদের জন্য এল স্বস্তির খবর।

প্রাথমিকের নিয়োগে যে উত্তর ২৪ পরগণায় দুর্নীতি হয়েছে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। এ কথা শুনে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কী চান? তদন্ত হোক? নাকি বোর্ড চাকরি দেবে?' সংসদের তরফে বলা হয়, 'আমরা চাকরি দিতে প্রস্তুত'। ২০০৯ সালের প্রাথমিক নিয়োগ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও উঠেছিল অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে চলে আন্দোলন। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে প্রায় ১৫০০ প্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এদিকে, গত সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের রায় ২০১৬ সালের এসএসসি-র নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজারের বেশি চাকরি বাতিল হয়েছে। রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ও রাজ্য সরকার। সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পাওয়ার মতো অভিযোগও উঠেছিল সেই মামলায়।

ডালখোলায় রেক পয়েন্টে পাহারা দিতে গিয়ে বস্তা চাপা পড়ে মৃত্যু বাবা ও ছেলের

ডালখোলা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : ডালখোলায় রেক পয়েন্টে পাহারা দিতে গিয়ে বস্তা চাপা পড়ে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন প্রাতঃভ্রমণে আসা মানুষজন বাবা ও ছেলের বস্তা চাপা মৃতদেহ দেখতে পায়। স্থানীয় লোকজন তড়িঘড়ি দুইজনকে ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা দুইজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গিয়েছে, ডালখোলা পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির হনুমানটলার বাসিন্দা হরেরাম পাশোয়ান (৩১)। স্থানীয় রেক পয়েন্টে সর্দার হিসেবে কাজ করতেন তিনি। স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে ভালোভাবে সংসার চালাতে বেশি উপার্জনের আশায় রেকের মাল পাহারা দেওয়ার কাজও করত ওই যুবক। স্থানীয় বাসিন্দা রহিত মাহাতো জানান, বুধবার রেক পয়েন্টে ভুট্টার রেকে লোডিং চলছিল। রাত হয়ে যাওয়ার কারণে বেশকিছু বস্তার ভুট্টা লোডিং করা যায়নি।

নিয়ম মেনে সেই মাল পাহারা দিতে হরেরাম মাহাতো ভুট্টার বস্তার পাশে বিছানা করে শুয়ে পড়ে। রাতে বাবাকে খাওয়ার দিতে এসে সেখানেই ঘুমিয়ে পরে হরেরামের বড় ছেলে প্রিন্স পাসোয়ান(১২)। প্রাথমিক ধারণা, রাতে কোনওভাবে ভুট্টার বস্তাগুলো ঘুমন্ত বাবা ও ছেলের উপর পড়ে গিয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ। পাশাপাশি মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের খিলচিপুরে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন শাহ

রাজগড়, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের খিলচিপুরে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। সেখানে তিনি স্টেডিয়াম চত্বরে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। জানা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টায় হেলিকপ্টারে করে খিলচিপুরের একটি মাঠে পৌঁছোবেন। ওই মাঠে একটি হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। সভাস্থলে যেখানে অমিত শাহ ভাষণ দেবেন সেখানে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে।

শিবসাগরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, হত জনপ্রিয় ইউটিউবার অঙ্কুররাজ শর্মা

শিবসাগর (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : শিবসাগরে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনপ্রিয় ইউটিউবার অঙ্কুররাজ শর্মারঊ আজ বুধবার সকালে দরিকাপারে এনআরএল-এর সম্মুখবর্তী সড়কে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছেঊ

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা গেছে, এএস ০৩ কিউ ৭০৪৮ নম্বরের বুলেটে করে বেতবাড়ি থেকে শিবসাগর শহরের দিকে আসছিলেন অঙ্কুররাজ শর্মা। কিন্তু দরিকাপারে এনআরএল-এর সামনে রাস্তার পাশে পার্কিং করা এএস ০৪ বিসি ৪৫৮৫ নম্বরের একটি টাটা ম্যাজিক ভ্যানের সাথে অঙ্কুরের বাইকের সংঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে বাইক সহ ছিটকে পড়েন তিনি। আহত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় শিবসাগর অসামরিক হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার অঙ্কুররাজকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অঙ্কুরের মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, অঙ্কুররাজ শর্মা ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার শিরসাগর নগর মণ্ডলের ১৮৯ নম্বর বুথের সভাপতি। ইউটিউবে চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তুর জন্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অঙ্কুরের অকালমৃত্যুতে তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, বিজেপি ও যুবমোর্চা সহ অনুগামীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পাটনার হোটেলে বিধ্বংসী আগুন; মৃত্যু ৬ জনের, সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার ৩০ জন

পাটনা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি হোটেলে। বৃহস্পতিবার পাটনার কোতোয়ালি থানা এলাকার গোলামবারের কাছে একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং কমপক্ষে ৩০ জনকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১২ জন চোট পেয়েছেন, তাঁদের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। পাটনা জংশনের কাছে অবস্থিত হোটেলে আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ এনসিপি-এসসিপি-র, মোদী ও শাহকে তোপ পওয়ারের

পুণে, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের জন্য বৃহস্পতিবার নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল এনসিপি-এসসিপি। এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার এদিন দলের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেন। উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত পাটিল। নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশের পর শরদ পওয়ার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করেছেন। শরদ পওয়ার বলেছেন, 'গত দশ বছরে কৃষকের আত্মহত্যা বেড়েছে, অমিত শাহের আগে বলা উচিত গত দশ বছরে আত্মহত্যা বন্ধ করতে তিনি কী করেছেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আক্রমণ করে শরদ পওয়ার বলেছেন, 'জনগণ আশা করেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই। একটি বক্তৃতায় তিনি দেশের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ভিন্ন অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আমরা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করব, যে তার দৃষ্টিভঙ্গি দেশের ঐক্যে আঘাত করতে পারে এবং নিন্দা করা উচিত।'জয়ন্ত পাটিল বলেছেন, 'আমরা নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছি, যে বিষয়গুলি ইস্তেহারে অন্তর্ভুক্ত, তা আমাদের নেতারা সংসদে তুলে ধরবেন। আমাদের ইস্তেহার হলো ''শপথপত্র''। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, কৃষকের অবস্থা খারাপ, এবং বেকারত্ব শীর্ষে... গত দশ বছরে, সংস্থাগুলির অপব্যবহার, এবং বেসরকারীকরণের মতো বিষয়গুলি বাড়ছে। আমরা ইতিমধ্যেই এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের অবস্থান ব্যক্ত করেছি। আমরা এলপিজি গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমাব। আমরা ক্ষমতায় আসলে সরকারি চাকরিতে শূন্যস্থান পূরণ করব। নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কঠোর আইন আনা হবে।'

সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দাখিল ইডি-র, একাধিক সমন সত্ত্বেও তদন্তে সহযোগিতা না করার নালিশ

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদনের বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। হলফনামা জমা দিয়ে বৃহস্পতিবার ইডি জানিয়েছে, একাধিক সমন পাঠানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে তদন্তে সহযোগিতা করেননি তিনি। সুপ্রিম কোর্টে এদিন ইডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৯-বার তলব করা সত্ত্বেও তদন্তকারী অফিসারের সামনে উপস্থিত না হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ এড়াচ্ছিলেন তিনি। ইডি সুপ্রিম কোর্টে আরও বলেছে, কেজরিওয়াল নিজের আচরণের দ্বারা, নিজেই, তদন্তকারী অফিসারকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অবদান রেখেছেন এবং সহায়তা করেছেন, আইও-এর কাছে থাকা উপাদানগুলি ছাড়াও এই সন্তুষ্টি তৈরি করতে যে তিনি অর্থ পাচারের অপরাধে দোষী। ইডি বলেছে, কেজরিওয়ালকে সত্যিকার অর্থে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কোনও অসাধু কারণে নয়। হলফনামায় ইডি আরও জানিয়েছে, বস্তু-ভিত্তিক অপরাধের জন্য একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, সে যত বড় হোক না কেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারণাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। গ্রেফতারের ক্ষেত্রে একজন রাজনীতিবিদকে একজন সাধারণ অপরাধীর থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করা স্বেচ্ছাচারিতার সমান হবে এবং গ্রেফতারের ক্ষমতার অযৌক্তিক অনুশীলন যা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত সমতার নীতি লঙ্ঘন করবে।

তেলেঙ্গানায় ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৬

সূর্যাপেট, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : তেলেঙ্গানায় ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষে ৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সকালে তেলেঙ্গানার সূর্যাপেটে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক নাবালিকা-সহ ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে হায়দরাবাদ থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে কোদাদা শহরের কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ বাঁধে। তারফলে ৬ জনের মৃত্যু হয়।

কোডাডার ডিএসপি শ্রীধর রেড্ডি এই দুর্ঘটনার তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, হায়দরাবাদ-বিজয়ওয়াড়া হাইওয়েতে মেরামতির জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে একটি গাড়ির ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে মোট ১০ জন যাত্রী ছিলেন। ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৪ জন যাত্রী আহত হয়েছেন এবং তাদের একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কোডাডার সাব ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন, ট্রাক চালককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

রাজ্যসভার ৩ জন নবনির্বাচিত সদস্য শপথ নিলেন

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : শপথ নিলেন ৩ জন নবনির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার তিন নবনির্বাচিত সদস্য দেবেন্দ্র প্রতাপ সিং, তেজবীর সিং এবং মহেন্দ্র ভাট শপথ নেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় এদিন এই তিনজনকে শপথবাক্য পাঠ করান। সংসদ ভবনে এই শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

ছত্তিশগড়ের বলরামপুরে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ১২ যাত্রী

বলরামপুর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের বলরামপুরে একটি যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। বুধবার রাতে বলরামপুর জেলার ৩৪৩ নম্বর জাতীয় সড়কের আনোয়ারাঝরিয়া ঘাটে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি যাত্রীবাহী বাস গাড়োয়া থেকে রায়পুর আসছিল রাস্তায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, আনোয়ারাঝরিয়া ঘাটে রায়পুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস এবং একটি ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১২ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতদের ঘটনাস্থল থেকে বলরামপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ট্রাকের মধ্যে আটকে পড়া চালককেও উদ্ধার করা হয়। গুরুতর আহত চালককেও অম্বিকাপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আরও দুই

● তিনের পাতার পর

তদন্তকারী অফিসার রঞ্জিত দাস বুধবার সকালে তাদের গ্রেপ্তার করে। আজই তাদের তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করে। পশ্চিম থানার ওসি আরও জানান, কেউ আইনের উর্দ্ধে নয়, যারা এই খুনের ঘটনায় যুক্ত তাদের প্রত্যেককেই শাস্তি পেতে হবে। পুলিশ কাউকেই ছেড়ে কথা বলবে না। আইনজীবী গোপাল সিং দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল। অবশেষে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত গোপাল সিং কে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। এরপর আইনজীবী অনির্বান তলাপাত্র, পরে রাজেশ সরকার ও মহুরী রাজীব দেব। একে একে সকলেই ধরা পড়বে। এদিকে বুধবার ধৃতদের আদালতে তুললে তাদেরকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায় আদালত।

এদিকে মৃত অমিত আচার্য্যের মা সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে মুহুরী অমিত আচার্য্য জেলা আদালতের ৪ নম্বর ফ্লোরের বাইরে স্টিল চেয়ারে বসা ছিল। ঠিক তখন আইনজীবী রাজেশ সরকার অমিতের সাথে জিআরপিএস এর একটি মামলা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন, তখন আইনজীবী গোপাল সিং, রাজেশ সরকার, অনির্বাণ তলাপাত্র , মুহুরী শীবদূত বড়ুয়ারা মহুরী অমিত আচার্য্যেকে কিল ঘুসি-লাথি মারতে শুরু করে। জেলা আদালতের চতুর্থ তলার বিল্ডিং এর সিসি টিভি ফুটেজে সম্পূর্ণ ঘটনা রেকর্ডিং হয় বলে দাবী অমিত আচার্য্যের স্ত্রী সঞ্চিতা সাহা আচার্য্যীর।তাছাড়া উনার তাঁর অভিযোগ, জেলা আদালতের চতুর্থ ফ্লোরে অমিতকে মারধরের পর লিফটের দরজা বন্ধ করে আইনজীবী রাজেশ সরকার, গোপাল সিং, বিভাস দেববর্মা, পুনরায় মারধর করে তাকে। সঞ্চিতা দেবীর অভিযোগ অমিত কে এলোপাতাড়ি কিল ঘুসি লাথির পর ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনে নেওয়া হয় সেখানেও তাকে মারধর করা হয়। বার এসোসিয়েশন থেকে পুলিশ কোর্টের পুলিশরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে।

ভোট

● তিনের পাতার পর

বিশেষ ধরনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। দুটি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে মোট ভোটার ৮৬,৮২৩জন। তার মধ্যে ৪১- অম্পিনগরে ৪২,৭৭১জন এবং ৪২-অমরপুরে ৪৪,০৫২ জন ভোটার রয়েছেন।

তেজস

● তিনের পাতার পর

পর্যটক প্রতিদিন সিপাহীজলায় আসছেন বেঙ্গল টাইগারের পাশাপাশি চিড়িয়াখানার অন্য পশু পাখিদের দেখতে। উল্লেখ্য ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ পশু বিনিময় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে নর্থ বেঙ্গল ওয়াইল্ড এনিম্যাল পার্ক শিলিগুড়ি থেকে আনা হয়েছিল এই ২ বেঙ্গল টাইগারকে। মাঝে প্রায় ২ মাস কোয়ারেন্টাইনে রাখার পর দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের ছাড়া হয় এনক্লোজারে। প্রায় ১ দশক আগে সর্বশেষ রয়েল বেঙ্গল টাইগারটির মৃত্যুর পর সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় আর কোন বেঙ্গল টাইগার ছিল না।

শো করেছেন

● তিনের পাতার পর

নেতৃত্বাধীন সরকার কিভাবে দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণে কাজ করছে এর তথ্য তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে অতি অবশ্যই জোর দিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার উপর। নির্বাচনকে ঘিরে যাতে কোথাও কোন ধরণের অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে তার উপর জোর ফোকাস করেছেন। এরআগে নির্বাচনী প্রচারে ঝটিকা সফরে রাজ্যে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে তারকা প্রচারক হিসেবে হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও যে ১০০তে ১০০ সফল তাতে কোন সন্দেহ নেই রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কনৌজ থেকে মনোনয়নপত্র পেশ অখিলেশের, জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী সপা প্রধান

কনৌজ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কনৌজ সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। বৃহস্পতিবার কনৌজের রিটার্নিং অফিসারের কাছে গিয়ে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন অখিলেশ যাদব। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় অখিলেশের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সপা নেতা রামগোপাল যাদব-সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃবৃন্দ। মনোনয়নপত্র পেশ করার পর জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে সপা প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'আমি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। দল, নেতা-কর্মী ও সকলেই চেয়েছিলেন আমি এখান থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করি এখান থেকে আশীর্বাদ পাব।' অখিলেশ আরও বলেছেন, 'সমাজবাদী পার্টির কাজ ইচ্ছেকৃতভাবে বন্ধ করে দিয়ে উন্নয়ন স্তব্ধ করেছে বিজেপি সরকার। বিজেপি নেতিবাচক রাজনীতি করেছে। বিজেপি বারবার মানুষকে অপমান করেছে...আমি আগেও কনৌজের মানুষের সেবা করতে এসেছি। কনৌজের মানুষ উন্নয়ন দেখেছে।'

জনপ্রিয় ইউটিউবার মণীশ কাশ্যপ যোগ দিলেন বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): বৃহস্পতিবার জনপ্রিয় ইউটিউবার মণীশ কাশ্যপ যোগ দিলেন বিজেপিতে। পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি কারণ আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কাজ করতে চাই। এছাড়া আমার মা-ও আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে বলেছিলেন। আমি খুব সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা একজন সামান্য মানুষ।শোনা যাচ্ছে, বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি মণীশ কাশ্যপকে দলে যোগদানের বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। তারপরেই দিল্লিতে গিয়ে বৃহস্পতিবার বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন মণীশ কাশ্যপ।

মনীশের মতো যারাই জনগণের কথা তুলে ধরেন, বিজেপি তাদের সঙ্গে আছে: মনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): বৃহস্পতিবার জনপ্রিয় ইউটিউবার মণীশ কাশ্যপ যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। পদ্ম শিবিরে মণীশের যোগদান নিয়ে বিজেপির সাংসদ মনোজ তিওয়ারি বলেন, আমি মনে করি মণীশ কাশ্যপ জনগণের কথা সবার সামনে তুলে ধরেন। যারাই জনগণের কথা তুলে ধরেন, বিজেপি তাদের সঙ্গে আছে। মনোজ এও বলেন, আমি মণীশকে প্রথম থেকেই চিনি। তিনি গরিবদের কল্যাণ চান। গরিবদের কল্যাণের জন্যই মণীশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর দলে যোগ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মণীশও পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়ে বলেন, আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি কারণ আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কাজ করতে চাই। এছাড়া আমার মা-ও আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে বলেছিলেন। আমার মা-ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর একজন ভক্ত।

বারাণসীর কালভৈরব মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

বারাণসী, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জেতানোর জন্য বারাণসীর কালভৈরব মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার তিনি বাবা কালভৈরব মন্দিরে পুজো দেন। সেই সঙ্গে তিনি নরেন্দ্র মোদীর জয়ী হওয়ার জন্য আশীর্বাদ চান।মহমুরগঞ্জের তুলসী উদ্যানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কার্য্যালয় উদ্বোধনের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারাণসী লোকসভার ৫টি বিধানসভার বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বারাণসীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

চূড়ান্ত

● আটের পাতার পর

মধ্যে রয়েছে পুরুষ ভোটার ১,২৭,৩৭০ জন এবং মহিলা ভোটার ১২৬৬৭০জন। তিনি আরো জানান, জেলায় ৩০৭টি পোলিং স্টেশন রয়েছে।খোয়াই জেলার ১৩টি পোলিং স্টেশন গুলি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। পোলিং স্টেশন গুলিতে পানীয় জল, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, হুইল চেয়ার, হেল্প ডেক্স সমস্ত বুথে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবহাওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে ভোট কেন্দ্র গুলিতে সকল ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে করে ভোটারদের কোন অসুবিধা না হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর রমেশ যাদব জানান, লোকসভ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও কোন অনিয়ম নজরে আসলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খোয়াই জেলায় মোট ৩০৭ টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। তারমধ্যে ৭২ টি ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন। জেলার ২৩৭ টি জায়গায় সিএপিএফ এবং টিএসআর আরো অতিরিক্ত থাকবে। জেলায় ভোটের কাজে ১৫ কোম্পানি সিএপিএফ এবং ৬ কোম্পানি টি এস আর নিয়োজিত থাকবে। তাছাড়া ২৪টি ক্লাস্টার রয়েছে পুলিশের। নির্বাচনের কাজে পুলিশ সেক্টর অফিসার রয়েছে ৩৮ জন। অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে জেলা পুলিশ প্রশাসন সদা সক্রিয় রয়েছে। সকল ভোটারদের নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানান জেলা পুলিশ সুপার।তাছাড়া ২৪ ঘন্টা জরুরী পরিষেবার একটি নাম্বার থাকবে ৪ নম্বর ১৯৫০। এই নাম্বারটি আগামীকাল ভোর পাঁচটা থেকে চালু হবে। কোথাও যদি কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এই নাম্বারে ফোন করে জানালে ১০মিনিটের মধ্যে পুলিশ প্রশাসন হাজির থাকবে। জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার সকল ভোটারদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছে আগামীকাল সকাল সাতটা থেকে ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

কুপিয়ে খুন

● তিনের পাতার পর

চিৎকার চেঁচামেচি করে যুধিষ্ঠি সরকার এবং চিৎকার করে বলে, সে জ্যাঠাকে দা দিয়ে কুপিয়েছে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ভাই জহরলাল দাস সেই দৃশ্য দেখে হতবাক। আশপাশের পরিবারের জনগণকে ডেকে নিয়ে যুধিষ্ঠি সরকারকে আটক করে দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখে। দেখতে পায় ভাই নারায়ন দাসের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে ঘরের বাইরে। শরীরে একাধিক দায়ের কুপে ক্ষত হয়ে রয়েছে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে রাধাকিশোর পুর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থালে ছুটে গিয়েছে ওসি বাবুল এবং যুধিষ্ঠি সরকারকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করে ওসি এবং খবর দেওয়া হয় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও জেলা পুলিশ সুপারকে। খবর পেয়ে ছুটে যায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় দেববর্মা এবং জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সহ ফরেনসিক টীম।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতে নারায়ন দাসের ঘরে জামাতা যুধিষ্ঠি সরকারের সাথে মদ্যপান করা হয়। কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয়ে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মৃত্যু জওয়ানের

● তিনের পাতার পর

মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ছিলেন। তাছাড়া তিনি বিএসএফের ১৯৯ ব্যাটালিয়নের সি-কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঞ্চনপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি অন্যকিছু , তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপির কাছে দেশের চেয়ে বড় কিছুই নয় কংগ্রেসের জন্য পরিবারই সবকিছু : প্রধানমন্ত্রী

মোরেনা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির কাছে দেশের চেয়ে বড় কিছুই নয়, কংগ্রেসের জন্য পরিবারই সবকিছু। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কংগ্রেসের নীতি হল, যিনি দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন, কঠোর পরিশ্রম ও উৎসর্গ করেছেন, তাকে সবথেকে পিছনে রাখা।' প্রধানমন্ত্রী এরপর যোগ করেছেন, 'আর তাই এত বছর ধরেও এক পদ-এক পেনশনের মতো সেনাকর্মীদের দাবি পূরণ হতে দেয়নি কংগ্রেস। কেন্দ্রে সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওয়ান র‍্যাঙ্ক-ওয়ান পেনশন বাস্তবায়ন করেছি।'বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের মোরেনার এক নির্বাচনী জনসভা প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'সীমান্তে প্রহরারত সৈন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আমরা চিন্তিত। কংগ্রেস সরকার জওয়ানদের হাত বেঁধে রেখেছিল, আমরা তাঁদের মুক্ত করেছি।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিজেপি এমন একটি দল যা সবকা সাথ, সবকা বিকাশের মন্ত্রে চলে। বিজেপি সরকার অভাবীদের মধ্যে বৈষম্য করে না। কোভিডের সময় ৮০ কোটি দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে রেশন পেয়েছেন। বিজেপি সরকার ৪ কোটি গরিবকে স্থায়ী বাড়ি দিয়েছে। কোনও ভেদাভেদ ছাড়াই সব ধর্মের মানুষকে এসব বাড়ি দেওয়া হয়েছে।' বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টিকেও। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের আগ্রায় আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'মোদীর গ্যারান্টি সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস। কিন্তু সপা-কংগ্রেসের ইন্ডি জোটের জন্য নিজেদের ভোটব্যাঙ্কই বিশেষ।' আগ্রার নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, 'বিজেপি গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য একটি বড় দৃষ্টিভঙ্গি এবং বড় লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে।' মোদীর কথায়, 'কিছু শক্তি ভারতের শক্তি বৃদ্ধিকে পছন্দ করছে না। এখন যেমন এখানে প্রতিরক্ষা করিডর তৈরি হওয়ায় দেশের সেনাবাহিনীকে স্বাবলম্বী করে, বিশ্বে রফতানির জন্য প্রাণঘাতী অস্ত্র তৈরি করা হবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কিন্তু, সমগ্র বিশ্বে অস্ত্রের যে দালাল আছে, যারা পুরনো সরকারে ঘুষ দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল এবং পুরনো সরকারে বসে থাকা লোকজনও এই ক্রিম খেত। এই ধরনের সমস্ত মানুষ এখন বিরক্ত এবং খুব রাগান্বিত। তাঁরা চায় না ভারতের সেনাবাহিনী স্বাবলম্বী হোক। তাই তারা মোদীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই শক্তিগুলিকে থামাতে, দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, দেশের নিরাপত্তার জন্য, বিজেপি এবং এনডিএ সরকারকে আরও একবার আনা খুব প্রয়োজন।'

রাজস্থানে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার চালকহীন বিমান

জয়সলমীর, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): রাজস্থানে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার পাইলট-বিহীন বিমান। রাজস্থানের জয়সলমীরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে কোনও পাইলট না থাকায় জীবনহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

জানা গেছে, জয়সলমীর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ঘটনাটি ঘটে। এখবর পেতেই সেখানে যান বায়ুসেনার কর্তারা। নিজেদের স্যোশাল মিডিয়াতে বায়ুসেনা জানিয়েছে, বায়ুসেনার একটি চালকহীন এয়ারক্রাফের দুর্ঘটনা ঘটেছে। এটি রুটিন প্রশিক্ষণ ছিল। জয়সলমীরের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়ে। তবে কোনও সম্পত্তির ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে কেন এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৯ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৮৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে দাঁড়িয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৭.৬২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.১৫টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯০.৭৬ টাকায়, যেখানে চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.০২ ডলার অর্থাৎ ০.০২ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৮.০৪ ডলারে ঘোরাফেরা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.০১ ডলার বা ০.০১ শতাংশ বেড়ে ৮২.৮২ ডলারে লেনদেন করছে।

মুম্বইয়ে মুদির দোকানে সিলিন্ডার ফেটে আগুনে মৃত্যু পৌঢ়ের

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): মুম্বইয়ের অ্যান্টপ হিল এলাকায় বস্তি এলাকায় একটি মুদির দোকানে সিলিন্ডার ফেটে আগুনে প্রাণ হারালেন ৭০ বছর বয়সী এক পৌঢ়। দু''টি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর আগুনও ধরে যায়, এই ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার গভীর রাত ১১.৫৫ মিনিট নাগাদ একটি মুদির দোকানে দু''টি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও মুদির দোকানে সামগ্রী পুড়ে যায়। অ্যান্টপ হিলের জয় মহারাষ্ট্র নগরে, আগুন ছড়িয়ে পড়ে আবাসিক এলাকায়। আগুন বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র এবং ইনস্টলেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, উপরের তলায় ঘুমন্ত একজন ব্যক্তি নীচের মুদি দোকান থেকে ধোঁয়া ও অগ্নিশিখার মধ্যে আটকে পড়েন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিভলেও ওই ব্যক্তিকে বাঁচানো যায়নি। মৃতের নাম - পান্নালাল বৈশ্য। তাঁর শরীরের ১০০ শতাংশ পুড়ে যায়।

দুই বাইকের সংঘর্ষ নদীয়ায় ধাক্কার অভিঘাতে উল্টে গেল টোটো, মৃত্যু ৩ জনের

নদিয়া, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বেপরোয়া গতির জেরে নদিয়া জেলায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হল দুই মোটর বাইকের মধ্যে, সংঘর্ষের অভিঘাতে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো একটি টোটো উল্টে যায়। বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার বল্লভপাড়ায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বাইক আরোহী তিন যুবকেরই। গুরুতর আহত হয়েছেন টোটোর চালক ও এক সওয়ারি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার রাত তখন ৯টা হবে, বল্লভপাড়া সাঁকোর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটি টোটো। পাশেই আচমকা দ্রুত গতিতে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কাটোয়ার দিক থেকে একটি বাইকে চেপে আসছিল শুভজিত ঘোষ (১৯) এবং বাপন দাস (২১)। আর কাটোয়ার দিকে বাইকে যাচ্ছিল সায়ন দত্ত (২৪)। দু'টি বাইকের গতি এত বেশি ছিল যে, মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন জনেই ছিটকে পড়েন রাস্তায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টোটো চালক এবং এক যাত্রীও আহত হন।

তীব্র গরমে দুর্বিষহ অবস্থা বাংলাদেশে, আরও ৩ দিন তাপপ্রবাহের সতর্কতা

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): তীব্র গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আরও ৩ তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি জরা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দেশের ওপর দিয়ে চলমান তাপপ্রবাহ পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা অব্যাহত থাকতে পারে। এছাড়া জলীয়বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বাড়তে পারে।এর আগের আরও তিনবার তথা গত ৩, ১৯ ও ২২ এপ্রিল তিন দিনের 'হিট অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছিল। তবে প্রথম দুইবার তাপমাত্রা বাড়ার আভাস ছিল। চলতি মাসে টানা তাপপ্রবাহ চলছে। মাঝে অতিতীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে গেলে বর্তমানে কিছুটা কমেছে। গত ২০ এপ্রিল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে যশোরে ৪২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জলপাইগুড়ির বানারহাটে রাস্তার কাজ স্থগিত

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জলপাইগুড়ির বানারহাটে রাস্তার কাজ আপাতত স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। বহিরাগতদের দিয়ে রাস্তার পেভার ব্লক তুলে ফেলে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, বানারহাটের শালবাড়ি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব দুরামারি এলাকায়। বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানা গিয়েছে।

ওই এলাকায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে দাদাগিরি ও জুলুমবাজির অভিযোগ রয়েছে বহুদিন ধরেই। যার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে কোটি টাকার রাস্তার কাজ। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির দুরামারি বাজার থেকে পূর্বদুরমারি পর্য্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পেভার ব্লক বিছিয়ে নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের তরফ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই কাজ শুরু হতেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায়। কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারি সংস্থা এক গোষ্ঠীকে সমস্ত কাজের হিসেব বুঝিয়ে তাদের দায়িত্বে কাজ ছেড়ে দেওয়ায় অপর গোষ্ঠী কাজ বন্ধের জন্যে বিভিন্ন ভাবে চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ।

উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৪, আহত ১

বালিয়া, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। বুধবার গভীর রাতে বালিয়া জেলার ফেফনা থানা এলাকায় জাতীয় সড়ক-৩১-এ একটি ধাবার কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বুধবার গভীর রাতে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে ৪ যুবকের মৃত্যু ঘটে, সেইসঙ্গে ১ জন গুরুতর আহত হয়। গাড়িতে করে ৫ জন চিতবরগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল। রাস্তায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ৩ জন গাড়ির যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান, একজন যাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু ঘটে। স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতরা হলেন, রীতেশ গৌর, সতেন্দ্র যাদব, কমলেশ যাদব এবং রাজু যাদব। আহত ব্যক্তি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পাটনার হোটেলে বিধ্বংসী আগুন; মৃত্যু দু''জনের, সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার ১২ জন

পাটনা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি হোটেলে। বৃহস্পতিবার পাটনার কোতোয়ালি থানা এলাকার গোলামবারের কাছে একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের এবং কমপক্ষে ১২ জনকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন চোট পেয়েছেন। পাটনা জংশনের কাছে অবস্থিত হোটেলে আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হোটেলের ভেতরে আগুনে আটকে পড়া মানুষজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে দু''জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এবং অনেককে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আইপিএল-এর বেআইনি সম্প্রচারকাণ্ডে তমন্নাকে তলব পুলিশের, ২৯ এপ্রিল হাজিরার নির্দেশ

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): অনলাইনে আইপিএল-এর বেআইনি সম্প্রচার কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে অভিনেত্রী তমন্না ভাটিয়ার। মহারাষ্ট্র পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখার তরফে অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আগামী ২৯ এপ্রিল তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। গত বছর 'ফেয়ার প্লে' নামের একটি অ্যাপে বেআইনিভাবে আইপিএল-এর সম্প্রচারের অভিযোগ ওঠে। এর আগে 'মহাদেব বেটিং' অ্যাপ কাণ্ড প্রকাশ্যে আসে। তদন্তে পুলিশ দাবি করেছে, দু'টি অ্যাপের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে।ওই অ্যাপের প্রচারের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে অতীতে অভিনেতা রণবীর কপূর, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, সঙ্গীতশিল্পী বাদশা সহ একাধিক বলিউড তারকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মুম্বই পুলিশ। এ বার 'ফেয়ার প্লে' অ্যাপ সূত্রেই পুলিশ তমন্নাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে। সম্প্রতি, এই ঘটনার জেরে ২৩ এপ্রিল অভিনেতা সঞ্জয় দত্তকেও পুলিশ ডেকে পাঠায়। কিন্তু সূত্রের খবর, দেশের বাইরে থাকায় তিনি হাজিরা দিতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে প্রাণনাশের হুমকি, অভিযোগ জ্ঞানবাপীর বিচারকের

এলাহাবাদ, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): : অজ্ঞাত আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে ফোন করে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে জ্ঞানবাপী মামলার এক বিচারককে। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক রবি কুমার দিবাকর এই বিষয়ে উত্তর প্রদেশ পুলিশকে অভিযোগ জানান। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বিচারক রবি কুমার দিবাকরই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে জ্ঞানবাপীর পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার ভিডিওগ্রাফির নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জানা গেছে, বিচারক রবি কুমার দিবাকর হুমকি ফোনের বিষয়ে জানিয়েছেন এসএসপি সুশীল চন্দ্রভান ঘুলেকে। ওই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে ফোন করে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগেও একই ধরনের দাবি করেছিলেন বিচারক রবি কুমার দিবাকর। সেইসময় এলাহাবাদ হাইকোর্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল বিচারক দিবাকরের জন্য। তাঁর নিরাপত্তায় বর্তমানে দুজন নিরাপত্তাকর্মী থাকেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর দিবাকরের বাড়ির কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল নিষিদ্ধ সংগঠন পিএফআইয়ের এক সদস্যকে।

ক্রীড়াঙ্গন

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটেও সদর-বি চ্যাম্পিয়ান তুহিন দেবনাথ সেরা, রানার্স বিশালগড়

সদর 'বি'- ১৩৭ বিশালগড়-১২৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিমুকুট পেলো সদর বি দল। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের পর এবার অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটেও চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে সদর বি দল। অনূর্ধ ১৩ আসরে ফাইনালে সদর এ-কে হারালেও অনূর্ধ ১৫ টুর্নামেন্টে বিশালগড় কে পেছনে রেখে সদর বি চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। 'তীরে এসে তরি ডুবলো' বিশালগড় মহকুমার। সিদ্ধার্থ দেবনাথের দুরন্ত লড়াই বিফলে গেলো। অনূর্ধ-১৩ আসরের পর অনূর্ধ-১৫ আসরেও রাজ্য সেরা হলো সদর 'বি'। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত রাজ্য সেরা হওয়ার লড়াইয়ে সদর 'বি'-র গড়া ১৩৭ রানের জবাবে বিশালগড় মহকুমা ১২৪ রান করতে সক্ষম হয়। ম্যাচ অমিমাংশিতভাবে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে রাজ্য সেরা হলো সদর 'বি'। বিশালগড়ের পক্ষে সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৬৮ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে অপরাজিত থেকে যায়। সদর 'বি'-র তুহিন দেবনাথ ৪ উইকেট দখল করে। সদর 'বি'-র গড়া ১৩৭ রানের জবাবে বুধবার প্রথম দিনে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান করেছিলো বিশালগড়। বৃহস্পতিবার দিনের শুরু থেকেই দলনায়ক অর্পন ভট্টাচার্য-র ছেলেরা আক্রমাত্তক বোলিং এবং ফিল্ডিং করতে থাকে। আর তাতেই দিশেহারা হয়ে পড়ে বিশালগড় মহকুমার ক্রিকেটাররা। তখন 'বুধির দূর্গে একা কুম্ভ' হয়ে লড়াই করতে থাকে সিদ্ধার্থ। ঠান্ডা মাথায় বিপক্ষের যাবতীয় আক্রমণ রোখার পাশাপাশি স্কোরবোর্ড সচল রাখার দিকেও নজর দেয় সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থকে তেমন কেউ সঙ্গ দিতে পারেনি।

এখানেই পিছিয়ে পড়ে বিশালগড় মহকুমা। শেষ পর্যন্ত ৭৪ ওভারে ব্যাট করে ১২৪ রান করতে সক্ষম হয় রাশু দেব দত্ত-র বিশালগড় মহকুমা।

দলের পক্ষে সিদ্ধার্থ ১৯৫ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৮ রান করে অপরাজিত থেকে যায়। পাশাপাশি দুরন্ত ব্যাট করে নির্বাচকদের নোটবুকেও নিজের নাম তুলে নেয়। এছাড়া দলের পক্ষে নয়ন দেবনাথ ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, শুভজিৎ দাস ১১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং মানিক আহমেদ ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। সদর 'বি'-র বোলারদের সাড়াশি আক্রমণের মুখে বিশালগড় মহকুমার আর কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি। সদর 'বি'-র পক্ষে তুহিন দেবনাথ ৩৪ রানে ৪ টি এবং দিগ্বীজয় দেববর্মা ১৭ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে। প্রথম ইনিংসে ১৩ রানে এগিয়ে থেকে রাজ্য সেরার সম্মান পায় সদর 'বি'। তুহিন দেবনাথ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। গেলো বছর অনূর্ধ-১৩ আসরে অর্পন ভট্টাচার্য-র নেতৃত্বে সদর 'এ' রানার্স হয়েছিলো। এবার অর্পনের নেতৃত্বেই অনূর্ধ-১৫ আসরে রাজ্য সেরা হয়েছে সদর 'বি'। রাজ্য সেরা খুশি সদর 'বি'-র ক্রিকেটাররা। মাঠেই বিজয়োল্লাসে মেতে উঠে সকলে। এতটা কাছে এসেও জয় না পাওয়ায় হতাশ বিশালগড় মহকুমার কোচ রাশু দেব দত্ত। ইনিংস শেষে ক্রিকেটাররাও ভেঙ্গে পড়ে হতাশায়।

তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটের উদ্বোধনী দিনে আজ ৩ মাঠে ৩ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। উদ্বোধন আগামীকাল। উদ্বোধনী দিনে তিন মাঠে হবে ৩ টি ম্যাচ। এম বি বি স্টেডিয়ামে মৌচাক খেলবে বি সি সি-র বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে দ্বিমুকুট জয়ী সংহতি খেলবে দুর্বল শতদল সঙ্ঘের বিরুদ্ধে, এবং টি আই টি মাঠে জে সি সি খেলবে চলমান সঙ্ঘের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিউত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট আসরে। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করতে ৬ দলই বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। প্রস্তুতি পর্ব প্রায় চূড়ান্ত। উদ্বোধনী দিনে ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে বি সি সি, সংহতি এবং জে সি সি। এবছর ১৪ টি দলের নকআউট টুর্নামেন্ট। ছয় দিনে ১৩ টি ম্যাচ। অংশগ্রহণকারী ১৪ টি দলকে দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে স্ফুলিঙ্গ, মৌচাক, বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব বা বিসিসি, সংহতি, শতদল সংঘ, ইউনাইটেড বিএসটি এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। গ্রুপ বি-তে রয়েছে কসমোপলিটন, চলমান সংঘ, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব বা জেসিসি, পোলস্টার, ব্লাড মাউথ, হার্ভে এবং ওল্ড প্লে সেন্টার। গতবারের ফাইনালিস্ট দুই দল স্ফুলিঙ্গ ও কসমোপলিটন কে প্রথম রাউন্ডে বাই দেওয়া হয়েছে। সরাসরি তারা কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। ২৭ এপ্রিল এম বি বি স্টেডিয়ামে পোলস্টার খেলবে ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে, পুলিশ ট্রেনিং আকাডেমী মাঠে হার্ভে খেলবে ওল্ড প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। টি আই টি মাঠে ইউনাইটেড বিএসটি এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২৮ ও ২৯ এপ্রিল দুটি করে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের পর ৩০ এপ্রিল দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ রাখা হয়েছে। ২রা মে-তে ফাইনাল ম্যাচটি হবে এমবিবি স্টেডিয়ামে। আসরে সাফল্য পেতেএ সবকটি দলই জোড় প্রস্তুতি নিচ্ছে। মরশুমে ত্রিমুকুট জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আসরে নামবে সংহতি। অপরদিকে প্রথম ট্রফির জন্য নামবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস।

বৃহস্পতিবার আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ খেলবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে, হেড টু হেড রেকর্ড, সামগ্রিক পরিসংখ্যানে কে এগিয়ে

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ। এদিন টানা পাঁচটি জয়ের লক্ষ্য হায়দরাবাদের আর আরসিবি ছয় গেমে জয়হীন থাকার পর এই ম্যাচ জয়ের চেষ্টা করবে।

পরিসংখ্যানে দেখে নেয়া যাক দুটি দল কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে।

আইপিএলে এসআরএইচ বনাম আরসিবি হেড-টু-হেড:

**ম্যাচ হয়েছে: ২৩টি
**আরসিবি জিতেছে: ১০টি
**এস আর এইচ জিতেছে: ১২টি
**ফলাফল হয়নি: ১টি
**শেষ ফলাফল: এসআরএইচ ২৫ রানে জিতেছে (২০২৪)।

হায়দরাবাদে আইপিএলে এসআরএইচ বনাম আরসিবি হেড টু হেড রেকর্ড:

**খেলা হয়েছে: ৮টি
**এসআরএইচ জিতেছে: ৫টি
**আরসিবি জিতেছে: ২টি
টাই : ১টি
**শেষ ফলাফল: আরসিবি ৮ উইকেটে জিতেছে (২০২৩)

রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে এসআরএইচ সার্বিক রেকর্ড:

**ম্যাচ খেলেছে: ৫৩টি
**এসআরএইচ জিতেছে: ৩২টি
**এসআরএইচ হেরেছে: ২০টি
**ফলাফল হয়নি: ১টি
**শেষ ফলাফল: সিএসকেকে ৬ উইকেটে হারায় (২০২৪)
**শেষ ৫টি ফলাফল: জিতেছে - ২টি, হেরেছে - ৩টি।
**এসআরএইচ সর্বোচ্চ স্কোর: ২৭৭/৩ (২০) বনাম এমআই (২০২৪)
**এসআরএইচ সর্বনিম্ন স্কোর:১১৪(২০) বনাম এমআই (২০১৫)।

ইয়োহান ক্রুইফ: অনন্য এক ফুটবলশিল্পীর বৃহস্পতিবার জন্মদিন

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বিশ্ব ফুটবলে সর্বকালের সেরা দশ ফুটবলারের মধ্যে নিঃসন্দেহে থাকবেন নেদারল্যান্ডসের জোহান ক্রুয়েফ। তাঁর পুরো নাম হেন্ড্রিক জোহানেস ক্রুয়েফ। বিশ্বকে টোটাল ফুটবল যিনি উপহার দিয়েছিলেন সেই জিনিয়াস ফুটবলার জোহান ক্রুয়েফের বৃহস্পতিবার ৭৮তম জন্মবার্ষিকী।

বিশ্ব ফুটবলের এই ফুটবলারকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। একটা সময় মনে হতো টোটাল ফুটবলের ধারণাটা একটা মিথ। কিন্তু সে ধারণা তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন। জোহান ক্রুয়েফ বিশ্ব ফুটবলকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন টোটাল ফুটবল বলে একটা কিছু হয় এবং সেটাই তিনি দেখিয়েছিলেন।বিশ্ব ফুটবলে অনেক দেশ এখন সেটা অনুসরণ করে।

ইতিহাসের অন্যতম এই ফুটবলার ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৪ পেশাদার ক্যারিয়ারে ৫১৮ ম্যাচ খেলে ২৯৪টি গোল করেছেন।তিনবার ব্যালন ডি''অর জিতেছেন।খেলোয়াড় জীবনে দুটি বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছেন।কোচ হিসেবেও খ্যাতি ছিল তার।

১৯৯৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস ক্রুইফকে ইউরোপীয় শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করেছিল এবং তাদের বিশ্বসেরা খেলোয়াড়ের জরিপে পেলের পরে দ্বিতীয় হন তিনি। ফরাসি ম্যাগাজিন ফ্রান্স ফুটবল তাদের প্রাক্তন ব্যালন ডি''অর বিজয়ীদের সাথে তাদের শতকের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত করার জন্য আয়োজিত ভোটে তৃতীয় হন তিনি। তিনি ১৯৯৮ সালে ২০ শতকের বিশ্ব দলে , ২০০২ সালে ফিফা বিশ্বকাপের স্বপ্নের দলে এবং ২০০৪ সালে বিশ্বের সেরা জীবিত খেলোয়াড়দের ফিফা ১০০ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন তিনি।

উসাইন বোল্ট আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুত হলেন

নিউইয়র্ক, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): এ বছরের জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আমেরিকায় শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে অলিম্পিক কিংবদন্তি উসাইন বোল্টকে আইসিসি বিশ্বকাপের দুত হিসাবে ঘোষণা করেছে।বুধবার রাতে আইসিসি এ ঘোষণা করেছে। বোল্ট বিশ্বকাপের প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। আগামী সপ্তাহে শিল্পী শন পল এবং কেসের সাথে ইভেন্টের অফিসিয়াল অ্যান্থেম মিউজিক ভিডিও প্রকাশে একটি ক্যামিও উপস্থিতির মাধ্যমে শুরু হবে।

তাছাড়া আটবারের এই অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচেও অংশ নেবেন। উসাইন বোল্ট এ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বলেন, "আমি বিশ্বকাপের দূত হতে পেরে রোমাঞ্চিত। ক্যারিবিয়ান থেকে আসা যেখানে ক্রিকেট জীবনের একটি অংশ, খেলাটি সবসময়ই আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান ধরে রেখেছে, এবং আমি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচে অংশ নেওয়া এবং বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের বিকাশে অবদান রাখার জন্য উন্মুখ।'

Tripura State Pollution Control Board
Parivesh Bhawan, Pandit Nehru Complex
Gorkhabasti, Kunjaban, Agartala-799006

No.F.8(25)/TSPCB/PWM/2381-87 April 25, 2024

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:- কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপনসিবিলিটি (EPR) পোর্টালে প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ের উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, ব্র্যান্ড-মালিক (PIBOs) এবং প্লাস্টিক বর্জ্য প্রসেসর (PWPs)-দের রেজিস্ট্রেশন।

ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (MoEFCC) গত ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২২- এ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (PWM) নিয়মের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ের জন্য এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপনসিবিলিটি (EPR) সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করে। বিজ্ঞাপিত EPR নির্দেশিকা অনুসারে উৎপাদনকারী (P), আমদানিকারক (I), ব্র্যান্ড-মালিক (BO)-(PIBOs) এবং প্লাস্টিক বর্জ্য প্রসেসর (PWPs)-দের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপনসিবিলিটি (EPR) পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

PIBOs-গুলি দুইটির বেশি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কাজ করলে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে এবং শুধুমাত্র এক বা দুটি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কাজ করলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (SPCB) থেকে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। এছাড়াও, PWP-দের সংশ্লিষ্ট SPCBs/PCCs থেকে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

Plastic Waste Management Rules, 2016-এর নির্দেশিকা অনুসারে CPCB/SPCB থেকে রেজিস্ট্রেশন পেতে সমস্ত PIBOs এবং PWP-কে জানানোর জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। PIBOs এবং PWPs, যারা এখনও রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেননি, তাদেরকে অতিসত্বর EPR পোর্টালে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) EPR পোর্টালে আপলোড করা আছে।

(ডঃ বিশু কর্মকার)
সদস্য সচিব

ICA/D-116/24

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ২৭ এপ্রিল

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রাজ্যের বর্ষসেরা ও উদীয়মান খেলোয়ার অন্যান্য বছরের মত এবারও সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্যোগ নিলো ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাব। আগামী ২৭ এপ্রিল, শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বর্ষসেরা ও উদীয়মান খেলোয়াড় সহ লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা যুব কর্মসূচী ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন ক্লাব সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে ক্লাবের সকল সদস্য, ভাতৃপ্রতীম সাংবাদিক সংগঠন, ক্লাব এবং ক্রীড়া সংগঠন ও ক্রীড়া প্রেমী প্রত্যেককে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, এবারের অনুষ্ঠানে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে রাজ্যের প্রথম অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথকে। এছাড়া বর্ষসেরা ও উদীয়মান খেলোয়ার হিসেবে জিমনাস্ট দীপা কর্মকার, শ্রীপর্ণা দেবনাথ, ক্রিকেটার মনিশঙ্কর মুরাসিং ও এঞ্জেল পাল, ফুটবলার জন জমাতিয়া, দাবাড়ু অর্শিয়া দাস, আরাধ্যা দাস, জুডোকা তানিয়া দাস, যোগা খেলোয়ার দেবার্পন কুন্ডু ও পায়েল দাস, প্যারাসাঁতারু বিনীত রায় ও সমীর বর্মনকে সংবর্ধনা দেয়া হবে।

প্রিমিয়ার লিগ: বৃহস্পতিবার ব্রাইটনের বিপক্ষেও হলান্ডকে পাচ্ছে না সিটি

ম্যানচেস্টার, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): পেশির চোট থেকে এখনও সেরে না ওঠার জন্য বৃহস্পতিবারও আর্লিং হলান্ডকে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিরুদ্ধে পাচ্ছে না ম্যানচেস্টার সিটি।

এফএ কাপের সেমি-ফাইনালে শনিবার চেলসির বিপক্ষে ছিলেন না তিনি।

প্রিমিয়ার লিগে এদিন ব্রাইটনের মাঠে খেলবে সিটি। এই ম্যাচেও হলান্ডকে না পাওয়ার কথা বুধবার সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন গুয়ার্দিওলা। তবে তার এই চোট গুরুতর নয় বলেই মনে করছেন কোচ।

চলতি মরসুমে ২৬ ম্যাচে ২০ গোল করে চেলসির কোল পালমারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি।

শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে আছে সিটি। ৩২ ম্যাচে তাদের ৭৩ পয়েন্ট, দুই ম্যাচ বেশি খেলা আর্সেনালের পয়েন্ট ৭৭। ৩৩ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লিভারপুল।

লিগ আঁর : হ্যাটট্রিক শিরোপার সামনে পিএসজি

প্যারিস, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): নিচের দিকের দল লরিয়ঁর বিরুদ্ধে দারুণ খেললেন কিলিয়ান এমবাপে ও উসমান দেম্বেলে। এই দুই ফরাসির নৈপুণ্যে জিতে টানা তৃতীয় লিগ শিরোপা জয়ের সামনে দাঁড়িয়ে পিএসজি।

প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার রাতে লিগ আঁর ম্যাচটি ৪-১ গোলে জিতেছে লুইস এনরিকের দল।

পিএসজির হয়ে দুটি করে গোল করেন এমবাপে ও দেম্বেলে। দুই অর্ধে একবার করে গোলের দেখা পান তারা।

৩০ ম্যাচে ২০ জয় ও ৯ ড্রয়ে পিএসজির পয়েন্ট ৬৯। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোনাকোর থেকে তারা এগিয়ে ১৪ পয়েন্ট। মোনাকো পয়েন্ট হারালেই ১২তম লিগ শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে পিএসজির।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : এভারটনের কাছে হেরে শিরোপার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ল লিভারপুল

লিভারপুল, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): গুডিসন পার্কে বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে এভারটন। ২০১০ সালের পর নিজেদের মাঠে লিভারপুলের বিরুদ্ধে এই প্রথম জয়ের স্বাদ পেল এভারটন। আর ম্যাচ হেরে লিগ শিরোপার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল লিভারপুল। এই নিয়ে শেষ চার ম্যাচের দুটিতেই হার। সেই সঙ্গে তারা সুযোগ হারাল আর্সেনালের পাশে বসার। ৩৪ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লিভারপুল। আর ৩ পয়েন্ট বেশি পেয়ে শীর্ষে রইল আর্সেনাল। আর দুই ম্যাচ কম খেলে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রইল ম্যানচেস্টার সিটি।

ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী স্ট্রাইকার জিরুদ যোগ দিচ্ছেন মেসিদের লিগে

আমেরিকা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী স্ট্রাইকার এসি মিলানে খেলা অলিভিয়ের জিরুদ।

চলতি মরসুমে সিরি আর চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলদাতা। সেই তারকা স্ট্রাইকার ইউরোপ ছেড়ে মেসিদের লিগে যোগ দিচ্ছেন।

লিওনেল মেসি ও হুগো লরিসের পর এই বিশ্বজয়ী ফুটবলার যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের এমএলএসের দল লস অ্যাঞ্জেলেস ফুটবল ক্লাবে (এলএএফসি) যোগ দিচ্ছেন। সিরি আর চলমান মরসুম শেষেই এই ক্লাবে যোগ দেবেন তিনি। নতুন ক্লাবের সঙ্গে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি করছেন তিনি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শুক্রবার থেকে ত্রিপুরায় দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ পর্ব। এই ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ব্যস্ত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। এরকমই একটি দৃশ্য জাগরণের ক্যামেরায় ধরা পড়ল।

কাল ভাগলপুরের ঐতিহ্যবাহী গাজী বাবার দরগার মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,২৫ এপ্রিল: শনিবার থেকে অনুষ্ঠিত হবে ভাগলপুরের ঐতিহ্যবাহী গাজী বাবার দরগার মেলা। দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর যাবত নরসিংগড়স্থিত ভাগলপুর গাজী বাবার দরগা প্রতিদিন যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পরিচালনা এবং পূজার্চনা করে আসছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। হিন্দু মুসলিম সৌহার্দের একটি অন্যতম নিদর্শন হলো ভাগলপুর গাজী বাবার দরগা। যার মধ্যেখানে রয়েছে বিশাল লেক, চারপাশে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ। প্রতিবছর অর্থাৎ দীর্ঘ ৪৫ বছর যাবত এই জায়গাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গাজি বাবার দরগার মেলা। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ও আগামী শনিবার ২৭শে এপ্রিল থেকে ৩ দিন ব্যাপী ভাগল পুর গাজী বাবার দরগার মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার ভাগলপুর দরগায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানালেন মেলা কমিটি। এই মেলায় রাজ্যের সকল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে আসার আমন্ত্রণ জানান।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক দেবজ্যোতি দেব, মেলা কমিটির সভাপতি সুভাষ সরকার, সম্পাদক সুভাষ সূত্রধর সহ অন্যান্যরা।

নেশা সামগ্রী সহ আটক পাঁচ বিহারের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল : গোপন খবরের ভিত্তিতে রেল পুলিশ নেশা সমগ্রী সহ বিহারের পাঁচ যুবককে আটক করেছে।তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। জনৈক রেল পুলিশ কর্মী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে কিছু যুবক নেশা সামগ্রী নিয়ে যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে আসবেন। সেই মোতাবেক সরকারি রেল পুলিশ রেল স্টেশনে উত পেতে বসে থাকে।পুলিশের অভিযানে রেল স্টেশন থেকে সন্দেহজনক ভাবে এক যুবককে আটক করে।জিজ্ঞাসাবাদে করে আরো চারজনকে আটক করে পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ১৬০ বোতল এসকফ বাজেয়াপ্ত করে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা হবে। তিনি আরো জানিয়েছেন, প্রাথামিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেছে বিহারের নাগরিক। তাঁরা বর্ধমান থেকে এই এসকফ এনে ত্রিপুরায় পাচার করার উদ্দ্যেশে এসেছিল। তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ এপ্রিল: বীরচন্দ্রমনু এলাকায় জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত একজন। আজ শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু বাজারে গ্রামীন ব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। দমকলকর্মী আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বৃহস্পতিবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু বাজারে গ্রামীন ব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে টি আর ০৮ ডি ৭৯০৭ নাম্বারের বাইকে করে বীরচন্দ্র সুরেন্দ্র সরদার পাড়ার বাসিন্দা অমিত মুড়াসিং (২৫) আসছিলেন। বাইক দ্রুত গতিতে থাকার ফলে জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে একটি স্কুটি ও দুইটি বাইকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে গুরতর আহত হয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা।

উদয়পুর : যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এক মহিলা। ঘটনা উদয়পুর সাবরুম জাতীয় সড়কে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উদয়পুর রাজারবাগ সুকান্ত পল্লী এলাকার বাসিন্দা রত্না বালা সাহা নামে এক মহিলাকে একটি ট্রিপার গাড়ি উদয়পুর - সাব্রুম জাতীয় সড়কে ধাক্কা দেয়। আর এতে মহিলা রাস্তায় পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীরা মহিলাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলার অবস্থায় খারাপ হওয়ায় উনাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। খবরে যানা যায় মহিলা গৃহপরিচারিকার কাজ করে। এলাকার লোকজন গাড়িটিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় উদয়পুর রাজারবাগ সুকান্ত পল্লী এলাকার জনগন গাড়িচালকের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অনিন্দ্য সুন্দর দাস এবং কৌস্তভ বাগচীর তিনটি আলাদা আলাদা আবেদনের ভিত্তিতে এই মামলা গ্রহণ করে আদালত।

আদালতের প্রশাসনিক দিক যা প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে রয়েছে, সেখানে ঠিক হবে এই মামলা কোন বেঞ্চ শুনবে।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর বলা বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দিয়েছেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য। হলফনামায় মুখ্যমন্ত্রীকে সাবধান করার আবেদন জানিয়েছেন বিকাশ রঞ্জন। বিচারপতি তখন বলেন, "এর আগেও হাইকোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করেছে।" বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য বলেন, "উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বারবার বিভিন্ন জায়গায় বিচারপতি, বিচার প্রক্রিয়া, বিচার ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছেন।"

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিতে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেলই বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তাতে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম দশম, একাদশ দ্বাদশের মোট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫ হাজারের কিছু বেশি জনের চাকরিতে বেনিয়ম রয়েছে। তবে আদালতের বক্তব্য, রাজ্য সরকার কিংবা এসএসসি-র তরফে যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা আলাদা করে দেওয়া হয়নি। নিয়োগ বাতিলের রায়কে 'বেআইনি' বলে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে গিয়েও এই নিয়ে মন্তব্য করেছেন। আউশগ্রামে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, " আমিও আইনের ছাত্রী ছিলাম, এখনও বার কাউন্সিলের মেম্বার। আমি জাজেস নিয়ে কথা বলব না। কিন্তু জাজমেন্ট নিয়ে কথা বলার অধিকার আমার আছে। " হাইকোর্টের রায় প্রভাবিত বলেও বিজেপিকে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী বুধবারই কলকাতা হাইকোর্টে মেইল করে অভিযোগ জানিয়েছেন।

দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ এপ্রিল : রাজ্যের ক্রমাগত চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। প্রতি রাতে কোন না কোন স্থানে চুরির ঘটনার ফলে মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। উদয়পুর রমেশ চৌমুহনীস্থিত একটি দোকানে চোরের দল হানা দিয়েছে।চোরের দল নগদ দশ হাজার টাকা, বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে অন্যান্য দিনের মতো দোকান বন্ধ করে উদয়পুর রমেশ চৌমুহনী স্থিত রাকেশ দেবনাথ দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। আজ সকালে দোকান খুলতে গিয়ে দোকানের পেছনের দিক ভাঙা। পরবর্তী সময়ে এলাকার অন্যান্য ব্যবসায়ীদের খবর পেয়ে রাকেশ দেবনাথের দোকানে ছুটে গিয়েছে। এরপর দোকানের মালিক রাকেশ দেবনাথ জানান, তিনি দীর্ঘ দিন ধরে উদয়পুর রমেশ চৌমুহনীস্থিত বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসা করে আসছে। গতকাল রাতে পারিবারিক এক অনুষ্ঠানে যেতে হবে তাই দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। আজ সকালে দোকান খুলতে এসে দেখে চোরের দল দোকানে প্রবেশ করে নগদ দশ হাজার টাকা, একটি মোবাইল সহ দোকানের বিভিন্ন জিনিসপত্র যারমধ্যে সিগারেট,ঠান্ডা পানীয় সহ বহু মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গেছে চোরের দল।

সাময়িক বরখাস্ত সহকারী শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ এপ্রিল: নির্বাচনী কাজে গাফিলতির দায়ে কৈলাসহর মহকুমার ইয়াজাখাওরা এস বি স্কুলের সহকারি শিক্ষক সৌমিত্র দারিংকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাকে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নির্বাচনী কাজে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ২- ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের এআরও তথা কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসকের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা এক আদেশে তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন।

হেমবতি নন্দন বহুগুণাকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতি নন্দন বহুগুণাকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতী নন্দন বহুগুনার জন্মবার্ষিকী। ওঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে যোগী আদিত্যনাথ যোজনা ভবনে অবস্থিত হেমবতি নন্দন বহুগুণার মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এই শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে হেমবতি নন্দন বহুগুণার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানান। তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতী নন্দন বহুগুনা জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বারামতীতে ঘরে-ঘরে প্রচারে সুপ্রিয়া সুলে অংশ নিলেন পদযাত্রায়

বারামতী, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বারামতীতে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে ঘরে-ঘরে প্রচার সারলেন এনসিপি-এসসিপি প্রার্থী সুপ্রিয়া সুলে। অংশ নেন পদযাত্রায়। দুই হাত তুলে বারামতীর বাসিন্দারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। জনতার আশীর্বাদ পেয়ে আনন্দ ব্যক্ত করেছেন সুপ্রিয়া সুলে। সুপ্রিয়া সুলে এদিন বলেছেন, 'গত ১৫ বছর ধরে এই আসনে আছি আমি। আমার বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটে। সবার সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে... এই নির্বাচনী এলাকা আমার পরিবারের একটি অংশ। আমি আমার স্বামী এবং সন্তানদের সাথে কম সময় কাটিয়েছি এবং এখানকার জনগণের সঙ্গে বেশি সময় কাটিয়েছি... আমরা আমাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। আমাদের ইস্তেহার ইতিবাচক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক।'

মালবাহী রেল গাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার ফলে বাতিল হলো বেশ কিছু বহি:রাজ্যের স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: এন এফ রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের আওতায় থাকা জাটিঙ্গা লামপুর এবং নিউ হারাঙ্গাজাও রাস্তায় একটি পণ্যবাহী রেলগাড়ি লাইন চ্যুত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লামডিং ডিভিশন। যার ফলে বেশকিছু যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে আগরতলা গোহাটি স্পেশাল ট্রেন ০৫৬২৮, যেটি বৃহস্পতিবার আগরতলা থেকে ছাড়ার কথা ছিল। শুক্রবারের ১৫৬১৫ গোহাটি শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেনটিও বাতিল হয়েছে। শুক্রবারের ০৫৬২৭ গোহাটি আগরতলা স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩১৭৫ শিয়ালদা আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস জেটি ২৭.৪.২৪ তারিখে যাত্রা শুরুর কথা ছিল সেটিকেও বাতিল করা হয়েছে। ১২৫১৯ এলটিটি আগরতলা এক্সপ্রেস যেটি যাত্রার কথা ছিল, সেটি বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪৬২০ ফিরোজপুর আগরতলা এক্সপ্রেস যদি ২৯.৪.২৪ যাত্রার কথা ছিল সেটিকে সম্পূর্ন বাতিল করা হয়েছে।

এছাড়াও এর ফলে আংশিক বাতিল হয়েছে বেশ কয়েকটি ট্রেন। যার মধ্যে রয়েছে হামসাফার এক্সপ্রেস ১২৫০৩, এটি লামডিং এ সাময়িক বাতিল করা হয়েছে। ১৫৬১১ রঙ্গিয়া শিলচর এক্সপ্রেস, এটিকেও লামডিং এ বাতিল করা হয়েছে। ১৫৬১৬ শিলচর গোহাটি এক্সপ্রেস আংশিক বাতিল হয়েছে। ১৫৬১৮ দুল্লাবচেরা গোহাটি এক্সপ্রেস বদরপুরে বাতিল করা হয়েছে। ১৪৬১৯ আগরতলা ফিরোজপুর এক্সপ্রেস বদরপুরে বাতিল করা হয়েছে। ১৩১৭৪ আগরতলা শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস হিলারাতে বাতিল করা হয়েছে। ১২৫২০ আগরতলা এল টিটি এক্সপ্রেস দাম ছড়াতে বাতিল করা হয়েছে। এদিকে বেশ কয়েকটি ট্রেনের সময় পুনর নির্ধারিত হয়েছে। ১২৫০৮ শিলচর ত্রীভেন্দ্রাম এক্সপ্রেস জেটি ২৫.৪.২৪ যাত্রার কথা ছিল ,তার সময় পুনঃ নির্ধারিত করে ২৬.৪.২৪ সকাল ছয়টায় করা হয়েছে। ০৭০২৯ আগরতলা সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনের সময় পুনর নির্ধারিত করে ২৬.৪.২৪ দুপুর তিনটে করা হয়েছে। ১৫৬১৬ শিলচর গোহাটি এক্সপ্রেসের সময় পুননির্ধারিত করে ২৬.৪.২৪ সকাল দশটা করা হয়েছে।

রাজভবনে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: রাজভবনের সোলাঙ্কি হলে আজ বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করার জন্য সচেতনতা তৈরী করতে প্রতি বছর বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালন করা হয়।

এদিন রাজ্য থেকে ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য রাজ্যপাল আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল হেলথ মিশনের যুগ্ম অধিকর্তা বিনয় ভূষণ দাস। স্টেট ম্যালেরিয়া অফিসার ডা. অভিজিৎ দাস ম্যালেরিয়া নির্মূল করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চিফ ম্যাডিকেল অফিসার ডা. রঞ্জন বিশ্বাস, রাজভবনের ম্যাডিকেল অফিসার ইনচার্জ ডা অম্লান দত্ত, ম্যাডিকেল অফিসার ডা. মানিক রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বাড়ি থেকে নিখোঁজ এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ এপ্রিল: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের এক গাড়ি চালক নিখোঁজ হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কামরাঙ্গাবাড়ি ৫ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে এক ব্যক্তি নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,ওই এলাকার বাসিন্দা করুনা দাস পেশায় একজন গাড়ির চালক। জানা যায় উনি উনার পরিবারের লোকেদের বলেন আমার একটু কাজ আছে। তাই আমাকে একটু বের হতে হবে। এই বলে তিনি উনার ঘর থেকে বের হয়ে চলে যান।কিন্তু দুপুর গড়িয়ে রাত্রি হয়ে গেলেও উনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর উনার কোন সন্ধান না পেয়ে বুধবার দুপুরবেলা কৈলাসহর থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করেন করুণা দাসের স্ত্রী সুমা দাস।তবে তিনি কি কারণে হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে গেল সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। উনার সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনটিও সুইচ অফ দেখাচ্ছে।

ভোট গ্রহনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ এপ্রিল: ধর্মনগর থেকে ভোটের ইভিএম ভিভিপ্যাড সহ নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ভোট কর্মীরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছেন। ২৬ এপ্রিল অর্থাৎ শুক্রবার লোকসভার দ্বিতীয় দফার ভোট হতে চলেছে। এক কেন্দ্র করে উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিবিআই প্রাঙ্গণ জমজমাট হয়ে উঠেছে। কারণ এখান থেকে ৫৪ বিধানসভা কেন্দ্র, ৫৫ বিধানসভা কেন্দ্র ও ৫৬ বিধানসভার কেন্দ্র ৫৭ বিধানসভা কেন্দ্র এর বিভিন্ন বুথগুলিতে ভোট কর্মীরা ইভিএম ভিভি প্যাড সহ নিরাপত্তা বেষ্টনী নিয়ে যে যার গন্তব্যস্থলে রওনা হয়েছে।

উল্লেখ্য উত্তর জেলায় ১৭ টি পোলিং স্টেশন রয়েছে যেগুলি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তাছাড়া ১৪টি পোলিং স্টেশনকে মডেল পোলিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জেলাশাসক জানান মডেল পোলিং স্টেশন এবং মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পোলিং স্টেশনগুলি কেমন করে কাজকর্ম করছে এগুলি তিনি পরিদর্শনে যাবেন। তাছাড়া অধিকাংশ পোলিং স্টেশনের কাজকর্ম তিনি পর্যবেক্ষণ করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য উত্তর জেলায় মোট ভোটার রয়েছে তিন লক্ষ ৩১ হাজার ৩০৩ তার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৬৬০০০৯ এবং মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২০২ , দুইজন রয়েছে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। মোট ৭৯৯ জন অফিসিয়াল স্টাফ উত্তর জেলায় ভোট গ্রহণ করবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উত্তর জেলা কেন্দ্রটি ব্রু ভোটারদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কেন্দ্রে ১০২৪৮ জন ব্রু ভোটার রয়েছে। এই কেন্দ্রে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ভোট পর্ব সম্পন্ন হচ্ছে তাই পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনের লোকসভা নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কৈলাসহর: পূর্ব লোকসভা আসনে ২৬ এপ্রিল ভোটদান পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। আর এই ভোটদানকে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য বুধবার সকালবেলা নির্বাচনী কাজে যুক্ত আধিকারিকেরা তাদের ভোটদান সামগ্রী নিয়ে কৈলাসহর আর কে আই ইনস্টিটিউশন থেকে ৫৩কৈলাসহর ও ৫২চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে মোট ১১২টি পোলিং বুথে রওনা দেন।

৫৩কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্র ও চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান করার জন্য সক্রিয় রয়েছেন কৈলাসহরের এআরও প্রদীপ সরকার। শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে, ৫২ চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে মোট ৫৩ টি পোলিং স্টেশনে রয়েছে, পাশাপাশি ৫৩ কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে মোট ৫৯টি পোলিং স্টেশন রয়েছে।

খোয়াই: অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে শুক্রবার তথা ২৬শে এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। খোয়াই জেলায় অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার লক্ষ্যে কয়েক জেলা প্রশাসন ও জেলা আরক্ষা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে করা নিরাপত্তার ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে জেলাজুড়ে।

২৬শে এপ্রিল তথা আগামীকাল লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার বিকালে খোয়াই জেলাশাসক এক সাংবাদিক সম্মেলনের আহবান করেন। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই জেলাশাসক পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের খোয়াই জেলার নির্বাচনের সমস্ত প্রস্তুতি সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন।

এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন সাংবাদিক জানান, খোয়াই জেলায় ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৩০৭টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। সমস্ত পোলিং স্টেশনে ভোট গ্রহণ কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণের সামগ্রী দিয়ে পাঠানো হয়েছে। জেলার প্রতিটা পোলিং স্টেশনে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সবগুলি পোলিং স্টেশনে রয়েছে সিসিটিভি।

সবগুলি পোলিং স্টেশনে ভোট শেষ হওয়া পর্য্যন্ত কড়া নজরদারি থাকবে। সিসি ক্যামেরা গুলি জেলা শাসকের কার্য্যালয় কন্টোল রুম থেকে ১২ টি মনিটরের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সিসি ক্যামেরার বিষয় নিয়ে সিসি ক্যামেরা বিষয়ে দক্ষদের নিয়ে জেলাশাসকের কার্য্যালয় দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। আগামীকাল ভোর পাঁচটা থেকে সিসি ক্যামেরা চালু করা হবে। জেলাশাসক আরো জানিয়েছেন, খোয়াই জেলায় মোট ভোটার রয়েছে ২,৫৪,৪০১ জন। তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের দাবিতে প্রমীলা বাহিনীর পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ এপ্রিল : গত চারমাস ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেনউদয়পুর নারায়ন কলোনি মসজিদ এলাকার লোকজন। অবশেষে আজ সকালে প্রতিবাদে পথ অবরোধে করলেন প্রমীলা বাহিনী।অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

জানা গিয়েছে, গত চারমাস ধরে উদয়পুর কিল্লা বিধানসভা অন্তর্গত রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বড়টিলা এলাকার লোকজন পানীয় জলের সমস্যায় দিনযাপন করে আসলে ও জল সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেনি স্থানীয় পঞ্চায়েত কিংবা এলাকার প্রধান প্রীতি সরকার। এলাকাবাসী স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে কিল্লা আর ডি ব্লক এমনকি জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের বহুবার এলাকার পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হলে ও দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগেনিতে দেখা যায় নি।

তাই বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার উদয়পুর বড়টিলা এলাকার জনগন জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে রাখে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল।তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে প্রসাশনের পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। প্রসাশন আশ্বাস দিয়েছেন, ওই এলাকায় অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।